Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা বিন জহির

রোলঃ 228020917

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা বিন জহির

রোলঃ 228020917

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা বিন জহির, আইডিঃ 228020917 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাহিমা

(স্বাক্ষর)

ফাহিমা বিন জহির

আইডিঃ 228020917

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. প্রারম্ভিক...5
২. সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়...6
৩. মর্যাদার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের স্তর বিন্যাস..................7
৪. উম্মতের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান.........................13
৫. ঈমানদীপ্ত সাহাবায়ে কেরাম..15
৬. বন্দেগীতে শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম...................................21
৭. সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম..................................25
৮. উম্মাহর আদর্শ স্বরূপ..30
৯. আশারায়ে মুবাশশারা...39
১০. আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু).........................43
১১. উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু).......................47
১২. উসমান ইবনে আফফান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)....................53
১৩. আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু).................58
১৪. মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)..........59
১৫. সাহাবায়ে কেরামের অমর্যাদার পরিণতি..........................61
১৬. সাহাবায়ে কেরামের প্রতি করণীয়.................................64
১৭.পরিশিষ্ট...67

প্রারম্ভিক

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَالسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ।

ইতিহাসের বুকে এক দীপ্তিমান অধ্যায়ের নাম— সাহাবায়ে কেরাম(رضي الله عنهم) তাঁরা এমন এক নবীপ্রাপ্ত যুগের প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁদের হৃদয়ে আলোর সঞ্চার করেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ ছিলেন দ্বীনের প্রথম ধারক ও বাহক, যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ–এর সংস্পর্শে এসে নিজেদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের মর্যাদা কেবল ঐতিহাসিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও জ্ঞানচর্চার প্রতিটি পরিসরে তাঁরা ছিলেন এক অনন্য আদর্শ।
সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এমন এক সম্প্রদায়, যারা কেবল নবীর সংস্পর্শে এসে নয়, বরং তাঁর আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।ইসলামী সাহিত্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনায় যে ভাষার সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমাদেরকে কেবল ইতিহাস জানায় না, বরং হৃদয়ে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার শিখা প্রজ্বলিত করে।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন:
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সবার আগে অগ্রগামী হয়েছে এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে—আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।“ (সূরা আত-তাওবাহ: ১০০)

সাহাবীগণের জীবনী কেবল ধর্মীয় চেতনাই জাগায় না, বরং তা সাহস, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের বাস্তব উদাহরণ। সাহাবারা ছিলেন একেকজন জীবন্ত কুরআন, যাঁদের চালচলন, কথা ও কর্মই হয়ে উঠেছিল নবুয়তের প্রতিচ্ছবি। সাহাবীদের ত্যাগ ও আদর্শ ছাড়া ইসলামের বিস্তার, সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে হস্তান্তর—এতটাই দুরূহ হতো যে, তা কল্পনাও করা যায় না।

এই থিসিসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা—তাদের আধ্যাত্মিক অবদান, সামাজিক প্রভাব, সাহিত্যিক নিদর্শন ও ইসলামি আইন-শাস্ত্রে তাঁদের প্রভাব—এই সকল দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে, যেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের জীবনাদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে।

اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّهُمْ وَالاِقْتِدَاءَ بِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، آمِين-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁদের ভালোবাসা ও তাঁদের কথা ও কাজে অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

সাহাবাহ্(صحابة) শব্দটি বহুবচন, একবচনে সাহাবী(صحابي)যার আক্ষরিক অর্থ সহচর, সঙ্গী, সাথী ইত্যাদি। আর পরিভাষায় সাহাবীর পরিচয় দিতে গিয়ে হাফেয ইবন হাজার 'আসকালানী রহ. বলেন,

الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، ومات على الإسلام.

"সাহাবী হলেন তিনি, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানদার হয়ে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ইসলামের ওপর মারা গেছেন।"
[উদ্ধৃতি: ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন্ নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস', দারুল ফিকর, প্রথম মুদ্রণ: ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১১৬; সম্পাদনা পরিষদ, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, হোসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ (তা.বি), পৃষ্ঠা ৫০৭]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

"মুসলিমগণের মধ্য থেকে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য লাভ করেছেন অথবা তাকে দেখেছেন, তিনি তাঁর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।"
[সহীহ বুখারী, সহাবায়ে কেরামের ফযীলত অধ্যায়]

মুহাদ্দিসগণের মতে:

هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন-এমন প্রত্যেক মুসলিম সাহাবী বলে গণ্য।"
[ড. 'আজ্জাজ আল-খতীব, 'উসূলুল হাদিস', দারুল ফিকর, চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩৮৫]

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস বলেন, "যিনি মুসলিম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মারা গেছেন।"
[ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম বংলা সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২৭]

অর্থাৎ মুসলিম অবস্থায় যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন,ঈমানসহ তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী(صحابيবলে পরিচিত, চাই তিনি কম বয়সের হউন অথবা পূর্ণবয়স্ক হউন, চাই তাঁর সাহচর্য লাভের বিষয়টি কম সময়ের হউক অথবা বেশি সময় ধরে হউক।

মর্যাদার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের স্তর বিন্যাস

সাহাবীগণ সবাই এক স্তরের নন। তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা মর্যাদা রয়েছে। নিজস্ব কর্মগুণ দ্বারা উনারা হয়েছেন মর্যাদায় অন্যদের চেয়ে উত্তম। তাঁদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ও স্তর বিদ্যমান। মর্যাদা অনুসারে তাঁদের মাঝে রয়েছে ভিন্নতা, রয়েছে স্তর বিন্যাস।

▪আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা হাদীদের ১০নং আয়াতে বলেছেন,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُواْ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।”

তাফসীরে আহসানুল বয়ান অনুযায়ী এই আয়াতের ব্যাখ্যা-
তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান নয়।[১] তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে।[২] তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [৩] আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

[১](فَتْحٌ) থেকে অধিকাংশ মুফাসসির বুঝিয়েছেন মক্কা বিজয়। কারো কারো মতে হুদাইবিয়ার সন্ধিই যেহেতু সুস্পষ্ট বিজয়, তাই এ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিয়েছেন। যাই হোক হুদাইবিয়ার সন্ধি বা মক্কা বিজয়ের পূর্বকালে মুসলিমরা সংখ্যা ও ক্ষমতার দিক থেকেও কম ছিলেন এবং মুসলিমদের আর্থিক অবস্থাও অনেক দুর্বল ছিল। এই প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করা উভয় কাজই ছিল অতীব কঠিন এবং বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। মুসলিমদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে যায়। তাই আল্লাহ এই আয়াতে উভয় কালের মুসলিমদের সম্পর্কে বললেন যে, এরা পুণ্যে সমান হতে পারে না।
[২] কেননা, পূর্বের লোকদের ব্যয় ও যুদ্ধ দু'টোই অতীব কঠিন অবস্থায় হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, মর্যাদাসম্পন্ন ও কৃতী লোকদেরকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই জন্যই আহলে সুন্নাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদায় আবু বাকার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সবার ঊর্ধ্বে। কেননা, প্রথম মু'মিন তিনিই, প্রথম আল্লাহর পথে ব্যয়কারীও তিনিই এবং প্রথম মুজাহিদও তিনিই। আর এই জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় জীবদ্দশায় ও উপস্থিতিতে সিদ্দীকে আকবার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে নামাযের জন্য আগে বাড়ান এবং

এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্যরূপে প্রাধান্য দেন ।
[৩] এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-দের মধ্যে মান-মর্যাদায় পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মান-মর্যাদায় পার্থ্যকের অর্থ এই নয় যে, পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান ও চারিত্রিক দিক থেকে একেবারে নিম্নস্তরের ছিলেন। যেমন, অনেকে মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আরো অনেক মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের ব্যাপারে আজে-বাজে কথা বলে অথবা তাঁদেরকে (মক্কাবিজয়ের দিন ঘোষিত) 'মুক্ত' মানুষ বলে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছজ্ঞান করে থাকে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলেছেন যে,

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ

তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা ব্যয় করে, তবুও তা আমার সাহাবাদের ব্যয়কৃত এক 'মুদ্দ্' (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধ 'মুদ্দ্' এর সমানও হবে না।" (বুখারী, মুসলিমঃ সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়)

তাহলে এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে,হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে যেসব সাহাবী সাদাকা ও জিহাদে অংশ নিয়েছেন তাঁরা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সাদাকা ও জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ থেকে উত্তম।

▪কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ

"নিশ্চয় আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৭]।

গণিমতের সম্পদের হকদার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদিনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল ও ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না, এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম"। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীর প্রশংসা করেছেন, তবে আনসারদের পূর্বে মুহাজিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণ করে তাদের মর্যাদা ও ফযীলত বেশি। অর্থাৎ সাধারণ নীতিতে মুহাজিরগণ আনসারদের থেকে উত্তম।সুতরাং সাধারণ নীতিতে মুহাজিরগণ আনসারদের থেকে উত্তম।আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। মুহাজিরগণ নিজেদের মাতৃভূমি, সম্পদ, পরিবার ও সন্তান ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করেছেন ও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট হিজরত করেছেন।

▪ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সত্য-মিথ্যার এক মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সাহাবীগণ।সত্যের অনুসারী অল্পসংখ্যক মুসলিম জয়লাভ করেন মিথ্যার অনুসারী বিশাল অস্ত্রে সজ্জিত এক কাফের-মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে মুজাহিদের সংখ্যা ছিল ৩১৩। অপরদিকে মুশরিকরা ছিল এক হাজার যা সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি। এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনা কোনো সহজ বিষয় না।
তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মানার্থে বলেছেন,

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। [সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ১১৯]

সুতরাং উহুদ, আহযাব ও অন্যান্য জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ অগ্রগামী তাদের পরবর্তী সাহাবীগণের চেয়ে, যারা যুদ্ধে হাজির হতে পারেননি।

▪আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত একমত যে, পরিপূর্ণ হিদায়াতের ওপর পরিচালিত খলিফা চারজন, তারা সবাই শ্রেষ্ঠ মুহাজির ছিলেন। উম্মতের ভেতর নবীর পর তারাই অধিক মর্যাদার অধিকারী। তারা সবাই বিবাহ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়। তাদের প্রত্যেকের এমন কতক ফযীলত রয়েছে, যে স্তরে উম্মত থেকে অন্য কেউ পৌঁছতে পারে নি। আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাহ একমত যে, নবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ আবু বকর, অতঃপর উমার, তবে উসমান ও আলীর ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে কে উত্তম? কেউ উসমানকে আলীর উপর স্থান দিয়েছেন আবার কেউ আলীকে উসমানের উপর স্থান দিয়েছেন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন-
রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مَا خَلاَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ".

“ আবু বকর ও উমার নবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্বাপর সমস্ত বয়স্ক জান্নাতবাসীর নেতা হবেন।”
(আহমাদ হা:৬০২,তিরমিজি হা:৩৬৬৬)

মুহাম্মাদ ইবনু হানাফীয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ

আমি আমার পিতা ‘আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আমি বললাম, অতঃপর কে? তিনি বললেন, ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু । আমার আশঙ্কা হল যে, অতঃপর তিনি ‘উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর নাম বলবেন, তাই আমি বললাম, অতঃপর আপনি? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন।
(সহীহুল বুখারী তাও. ৩৬৭১,আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩৪০৩)

সুতরাং বলা যায় নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ হলেন হযরত আবু বকর ও ‘উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)।এই দুই খলিফার মধ্যে আরো অধিক মর্যাদামান হলেন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।কেননা কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শুধুমাত্র তাঁর সহচর্যের কথাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর কারোরই নয়। প্রথম ইসলাম কবুলকারী হলেন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

“যখন সে তার সাথীকে বলল তুমি চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা আমাদের সাথেই আছেন”। [সূরা আত তাওবাহ – ৪০]

আবু বকর ছাড়া আর কারোর সহচর্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন মাজীদে নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عمّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ اسناده حسن ، رواه الترمذى .

আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদের মধ্য হতে এ দু’জনের- আবু বকর ও ‘উমার-এর অনুকরণ করো। আম্মার-এর চরিত্র অবলম্বন করো এবং ইবনু উম্মু ’আবদ-এর (ইবনু মাস্‌উদ-এর) নির্দেশ দৃঢ়তার সাথে মেনে চলো।
[তিরমিযী ৩৬৬৩, ইবনু মাজাহ ৯৭]

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিতঃ

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيْدَانِ

একবার নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর, ‘উমার, ‘উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি তাদেরকে নিয়ে (খুশিতে) দুলতে লাগল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে উহুদ! থামো তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু’জন শহীদ রয়েছেন।[তিরমিজি ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৯৫, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৮২৪, সহীহুল জামি ৫১, মিশকাত হা/৬০৫৯]

অতএব নবী-রাসূলগণের পর হযরত আবু বকর ও হযরত ‘উমার (রাদিআল্লাহু আনহুমা) যেমন জান্নাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তেমনি দুনিয়াতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।সুতরাং নবী রাসূলগণের পর এই উম্মতের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী, তারপর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই চার খলিফার পর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী হলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অবশিষ্ট সাহাবীগণ। তাঁদের পর নবুওতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন অন্যান্য সাধারণ সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

▪বাই’আতে রিদ্বওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ নিয়ে আল্লাহ তা’আলা আল-কুরআনে বলেছেন,

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল [১],অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন [২], ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন [৩] এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।[৪]
এ আয়াতে বাই’আতে রিদ্বওয়ানে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বাই’আত নিয়েছিলেন তাদের প্রতি আল্লাহ তা’আলা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। তাদের অন্তরের বিশুদ্ধতা প্রকাশ করছেন।

আহসানুল বয়ান অনুযায়ী এর ব্যাখ্যায় বলা আছে,
[১] বাই’আতে রিদ্বওয়ানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখানে তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার এবং তাঁদের পাকা ও খাঁটি মু’মিন হওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা হুদাইবিয়ায় এক গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মক্কার কুরাইশদের সাথে লড়বেন এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করবেন না।
[২] অর্থাৎ, তাঁদের অন্তরে যে সত্যতা ও নির্মলতার আবেগ ছিল, সে ব্যাপারেও আল্লাহ অবগত আছেন। এ থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)গণের সেই শত্রুদের কথার খন্ডন হয়ে যায়, যারা বলে যে, ‘তাদের ঈমান বাহ্যিক ছিল। আন্তরিকভাবে তারা ছিল মুনাফিক!’
[৩] তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র। যুদ্ধের নিয়তে যেহেতু তাঁরা যাননি, তাই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন সামান্য পরিমাণও কোন দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ, তিনি

তাঁদের অন্তর থেকে মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করে দিলেন এবং তার পরিবর্তে ধৈর্য ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। যার ফলে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হল।
[৪] এ থেকে খায়বারের বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। যেটা ছিল ইয়াহুদীদের গড় এবং হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পর মুসলিমরা তা জয় করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের পর কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ আসবে না যিনি বেলায়াত ও মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবীদের সমতুল্য হতে পারবেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির সনদ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা। তিনি বলেন,

وَالسّابِقونَ الأَوَّلونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَالأَنصارِ وَالَّذينَ اتَّبَعوهُم بِإِحسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ

“যে সব মুহাজির ও আনসার ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ও প্রথম আর যে সব লোক একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১০০]

তাই সকল মুসলমানের কর্তব্য হলো,সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে জানা, তাঁদের তারতম্য ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানা এবং যথাযোগ্য সম্মান দেয়া।
রাসুল (সা) তাদেরকে গালমন্দ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীকে গাল দেবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নফল বা ফরয কিছুই কবুল করবেন না।’ [তাবারানী : ২১০৮]
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।’ [বুখারী : ৩৬৭৩; মুসলিম : ৬৬৫১]

উম্মতের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। যাঁর কলব হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কলব। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন নিজের হাবীব হিসেবে এবং যাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করেছেন। যাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হলেন সাহাবায়ে কেরাম।
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের শ্রেষ্ঠ রাসূল ও সর্বশেষ নবীর সাথী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য বাছাই করেছেন।রাসূলের সাহাবীদের কলবও সর্বাধিক উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং তারাও তাঁর (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) দ্বীন রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে নিয়মিত উঠা-বসা করে, তাঁর হাদীসগুলো শুনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে উপরন্তু তা সযত্নে শ্রবণ করে ও অন্তরে ভালভাবে ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।নবীদের যত সাথী ও সাহাবী রয়েছে তাদের ভেতর শেষ নবীর সাহাবীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। তারপর তাদের পরের যুগের মানুষ। তারপর তাদের পরের যুগের মানুষ"। [সহীহ মুসলিম]

সাহাবীগণ তাঁদের পরবর্তী উম্মত অপেক্ষা ইলম, আমল, রাসূলকে সত্য জানা ও প্রত্যেক ভালো কাজে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে ও সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবত পেয়েছেন।চর্মচক্ষু দিয়ে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দর্শন করেছেন।আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁদেরকে দেখেছেন। এই সাহাবীরাই হাটু গেড়ে বসে রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেছেন,দ্বীন শিখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক ডাকে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায়। প্রতিযোগিতামূলক আমল ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে তাঁরা মর্যাদা, কল্যাণ, ইলম ও অন্যান্য নেকির ক্ষেত্রে যে চূড়ায় পৌঁছেছেন, সেখানে কেউ পৌঁছেনি, পরবর্তীতে কারও পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।
সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণময় সকল ক্ষেত্রে সবার থেকে অগ্রগামী, তার কারণ সবার আগে তারাই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল আকাশসম। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেকোনো আদেশ তাঁরা নির্দিধায় মেনে নিতেন।দ্বীনের জন্য তাঁরা হিজরত ও নুসরত করেছেন। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তার রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি, তাঁর দাওয়াতের বিকাশ ঘটেনি, তাঁর সাথী ও সাহায্যকারীগণ শক্তিশালী হয় নি,যখন মক্কার কুরাইশদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটা কদমে কদমে ব্যথিত,

লাঞ্ছিত,অপমানিত হতেন ঠিক সেই মুহূর্তে সাহাবীগণ তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসরণকারী মুমিনের সংখ্যা কম ছিল, তাঁকে মিথ্যারোপকারী কিতাবি ও মুশরিকদের সংখ্যা ছিল বেশি। সেই কঠিন মুহূর্তে সাহাবীগণ পৃথিবীবাসীর শত্রুতাকে চ্যালেঞ্জ করে রাসূলের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করেছেন, তাকে সত্য বলেছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সম্পদ ও নফস ত্যাগ করে যে পরিমাণ নেকি ও সাওয়াব তাঁরা অর্জন করেছেন, তা পরবর্তী কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الأَعْمَشِ

তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমান সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। [বুখারী, হাদিস ৩৬৭৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হুশিয়ারি দিচ্ছেন।সাহাবাগণকে গালমন্দ করতে নিষেধ করছেন। বলা হচ্ছে কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সম্পদ) আল্লাহর রাস্তায় দান করে (যদিও তা কখনোই সম্ভব না) তবুও তা সাহাবীদের এক মুদ (প্রায় ৬০০ গ্রাম) বা অর্ধ মুদ -এর সাওয়াবের সমপরিমাণও হবে না। এ থেকে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামের শান-মর্যাদা এই উম্মতসহ সকল উম্মতের সর্ব শিখরে।

অতএব, ভাগ্যবান তারাই, যারা সাহাবীগণের পথে চলে ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সাহাবীগণ দ্বীনকে সাহায্য করেছেন। তাদের দ্বারা আল্লাহ দ্বীনের শিখর পৃথিবীর বুকে প্রোথিত করেছেন। তাঁরা মানুষের অন্তর ও দেশ থেকে বিদেশ জয় করেছেন। যেরূপ জিহাদ প্রয়োজন ছিল তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সেরূপ জিহাদই করেছেন। যেরূপ দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সন্তুষ্ট হোন সেরূপ দানই করেছেন। যার তুলনীয় কেউ হতে পারেনি,কেউ কোনোদিন পারবেও না। রাসূলের সেই উম্মতের অবস্থান সব উম্মতের উপরে হবে না তো আর কার ই বা হবে?

ঈমানদীপ্ত সাহাবায়ে কেরাম

ঈমান হচ্ছে সকল নিআমতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান নিআমত। ঈমান ব্যতীত যাবতীয় আমল অর্থহীন। আর ঈমান থাকলে 'সামান্য' আমলও দামি। ঈমান যত বিশুদ্ধ, মজবুত ও পরিপূর্ণ হবে ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র তত সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে।
সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অত্যন্ত বিশুদ্ধ, মজবুত ও পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের অন্তরে ঈমান গেঁথে গিয়েছিল। তাঁদের ঈমান ছিল পর্বত-প্রমাণ।সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দুঃখ-কষ্ট এসেছে। কাফেররা তাঁদের উপর নির্যাতন করেছে। কাফেরদের একটাই দাবি ছিল, মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দাও। তাহলে আমাদের থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ছিল নানা প্রলোভন ও হাতছানি।কিন্তু সাহাবীগণ এগুলো অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেছেন। ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরকের প্রশ্নে তাঁরা কখনো আপস করেননি। সর্বদা ঈমানকে বুকে আগলে রেখেছেন। ঈমানের জন্য জান-মাল বিসর্জন দিয়েছেন। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রণাঙ্গনে তরবারি হাতে জিহাদ করেছেন।প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের স্বাদ পেয়েছিলেন। ঈমানের স্বাদ লাভের সমস্ত উপকরণই সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজমান ছিল। আর ঈমানের স্বাদ অর্জিত হয়ে গেলে কোনো কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় না! এই স্বাদ যারা পান তাদেরকে আর কোনো কষ্ট বা লাঞ্ছনাই স্পর্শ করতে পারে না,দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেঃ
১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া;
২। কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা;
৩। কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা।
[সহীহ বুখারী, হাদীস ১৬]

আর সাহাবীগণের মাঝে এই সবগুলো গুণই বিরাজমান ছিল।তাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছিলেন অন্য সব কিছুর চেয়েও অধিক অধিক প্রিয়।আল্লাহকে ভালোবেসে,রাসূলকে ভালোবেসে তারা বিনা বাক্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন,শহীদ হয়েছেন।আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়াই ছিল তাদের হৃদয়ের তামান্না।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের (তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) মধ্যে নবীজী ও সাহাবীদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং শেষে ওইসব বিষয়ে নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করেছিলেন।

তার মন্তব্যের একটি অংশ হল–

وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ.

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা (মুহাম্মাদের অনুসারীরা) বাড়ছে, না কমছে। তুমি বলেছ, বাড়ছে। আসলে ঈমানের বিষয়টি এমনই, তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মুমিনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইসলাম গ্রহণের পর কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে কি না। তুমি বলেছ, না। আসলে ঈমান এমনই হয় যখন এর স্বাদ অন্তরে গেঁথে যায়। –[সহীহ বুখারী, হাদীস ৭]

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন–

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ.

তাঁদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ় ছিল। [মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ২০৬৭১]

সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় ঈমানের ঘটনাবলি হাদীস, সীরাত, তারীখ ও তারাজিমের কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁদের গোটা জীবনই ছিল অটল ঈমানের প্রতিচ্ছবি। ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, আখলাক-চরিত্র সর্বত্র ছিল তাঁদের সুন্দর ঈমানের ছাপ।

সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় ঈমানের কিছু দৃষ্টান্ত:

- **এক**

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই মায়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও সদাচারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা বলল, তুমি এ কী দ্বীন গ্রহণ করেছ? তুমি তা ত্যাগ করো, নতুবা আমি পানাহার ছেড়ে দেব। আমি না খেয়ে মারা গেলে মানুষ তোমাকে মাতৃহন্তা বলবে।
সা'দ রা. বললেন–

لَا تَفْعَلِي يَا أُمَّ، إِنِّي لَا أَدَعُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ.

আম্মা! আপনি এমন করবেন না। আমি আমার দ্বীন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। এ কথা শুনেও তাঁর মা দুই দিন না খেয়ে কাটাল। এতে মহিলা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। মহিলা ভেবেছে, এই অবস্থা দেখলে তার মা-ভক্ত ছেলের অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হবে এবং মাকে বাঁচানোর জন্য সে ইসলাম বর্জন করবে!
কিন্তু সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবার আরো পরিষ্কার ভাষায় বললেন–

يَا أُمَّهْ، تَعْلَمِينَ وَاللهِ يا أُمَّهْ، لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ فخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا، مَا تَرَكْتُ هَذَا لِشَيْءٍ، إِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي.

আম্মাজী! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহর কসম, আপনার যদি এক শ প্রাণ থাকত আর সবগুলো একের পর এক বের হয়ে যেত, তবু আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। আপনার

ইচ্ছে হলে খেতে পারেন আর ইচ্ছে না হলে নাও খেতে পারেন। [তারীখে দিমাশক ২০/৩৩১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/১০৯; মূল ঘটনাটি সহীহ মুসলিমেও (বর্ণনা নং ১৭৪৮) রয়েছে।]

এ ঘটনা থেকে আন্দায করা যায় সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঈমান কত দৃঢ় ছিল! যার কাছে জন্মদাতা মাও হার মানায়, যেখানে পৃথিবীর সবকিছু একদিকে আর ঈমান আরেকদিকে। সবকিছু ত্যাগ করা সম্ভব, ঈমানত্যাগ সম্ভব নয়। সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাকে ভালবাসতেন এবং মায়ের প্রতি সদাচারীও ছিলেন; এজন্যই মা তাকে ঈমান থেকে ফেরানোর জন্য মায়ের ভালবাসাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে ভালবাসি ঠিকই মা, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে বেশি নয়, ঈমান ও সত্য দ্বীন থেকে বেশি নয়। কারণ, ঈমানবিহীন জীবন জীবনই নয়।

- **দুই**

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু –এরই আরেকটি ঘটনা, তিনি বলেন, আমি সপ্তম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলাম। হুবলা বা হাবলা (এক প্রকার গাছ)-এর পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছু ছিল না। (এরূপ খাবারের কারণে) আমাদের কেউ কেউ বকরির মত (শক্ত ও শুকনো) মলত্যাগ করত। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪১২]
এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সা'দ রা. ও তাঁর সঙ্গীদের অন্তরে ঈমান গেঁথে গিয়েছিল। তাঁরা ঈমানকে পৃথিবীর সবকিছু থেকে মূল্যবান মনে করতেন। এজন্য গাছের পাতা খেয়ে দিন যাপন করেছেন। তবু ঈমান ছাড়েননি।

- **তিন**

ইসলাম গ্রহণের আগে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। এতে পুরো কুরাইশে হইচই পড়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর তিনি জানতে চাইলেন, কুরাইশের কে সংবাদ প্রচার করে? একজন বলল, জামিল ইবনে মা'মার। তিনি জামিল ইবনে মা'মারের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কি জানো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীন গ্রহণ করেছি? জামিল উত্তর না দিয়ে ত্বরিত উঠে দাঁড়াল। উমর রা. তার পেছনে চললেন। জামিল কা'বার দরজায় গিয়ে ঘোষণা করল, হে কুরাইশ, ইবনুল খাত্তাব 'সাবী' হয়ে গেছে!
উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পেছন থেকে প্রতিবাদ করে বললেন–

كَذَبَ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ بِاللهِ وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ.

সে মিথ্যা বলেছে; আমি বরং ইসলাম গ্রহণ করেছি, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করেছি।

এ কথা শোনামাত্র কুরাইশের লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সূর্য মাথার উপর ওঠা পর্যন্ত লড়াই চলল। একপর্যায়ে উমর রা. ক্লান্ত হয়ে বসে গেলেন। কুরাইশের লোকেরা তাঁর মাথার উপর দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি তাদের বলছিলেন–

افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللهِ لَوْ كُنَّا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ.

তোমাদের যা ইচ্ছা কর। আল্লাহর কসম, আমরা যদি তিন শ লোক হতাম তাহলে তোমাদেরকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হত। নতুবা আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যেতাম। এমতাবস্থায় রেশমি কাপড় পরিহিত এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, উমর 'সাবী' হয়ে গেছে। লোকটি বলল, তাকে ছেড়ে দাও। একজন নিজের জন্য একটা ধর্ম পছন্দ করেছে, এতে তোমাদের কী? তোমরা কি মনে কর, বনী আদী তাদের লোককে তোমাদের হাতে এমনিতেই ছেড়ে দেবে? তাকে ছেড়ে দাও।
একথা শুনে কুরাইশের লোকেরা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ছেড়ে দিল। মনে হল তাঁর শরীর থেকে যেন একটা চাদর সরিয়ে নেওয়া হল। [সহীহ ইবনে হিব্বান, বর্ণনা ৬৮৭৯; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৭৪]

এ ঘটনা প্রমাণ করে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাই ঈমানের জন্য তিনি কাফেরদের মারধর-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেছেন। শুধু তাই নয়; তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কাফেররা যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তিনি ঈমান ত্যাগ করবেন না।

- **চার**

খাব্বাব ইবনে আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জাহেলী যুগে কর্মকার ছিলেন। আস ইবনে ওয়াইলের কাছে তাঁর কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। পাওনা চাইতে গেলে আস বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের সঙ্গে কুফরী না করলে আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না।

খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন–

لاَ، وَاللهِ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ.

আল্লাহর কসম, তুমি যদি মারা যাও তারপর পুনরায় জীবিত হও, তবু আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কুফরী করব না। [সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৯৫]

আস ইবনে ওয়াইল মনে করেছিল, খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পাওনার জন্য কুফুরী করে ফেলবেন; কিন্তু খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে জানিয়ে দিলেন, ঈমানের বিপরীতে অর্থ-বিত্ত কিছুই না। অর্থের জন্য কুফরী করা সম্ভব না; কস্মিনকালেও না।

- **পাঁচ**

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন আমীরুল মুমিনীন। ইসলামের জয়ধ্বনি চতুর্দিকে বেজে গেছে। বাজতে শুরু করেছে প্রসিদ্ধ শহর শামেও। এই শহরের অবস্থা-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন শহরের গভর্নর আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উটে করে চললেন। দীর্ঘ পথ। চলতে চলতে সামনে একটা অগভীর পানির স্থান পড়ল। তিনি উট থেকে নামলেন। মোজা জোড়া খুলে কাঁধে রাখলেন।

তারপর উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে স্থানটি পার হলেন। আবু উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি আমীরুল মুমিনীন হয়ে এমন করছেন! আমার মনে হয় না, শহরবাসী আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে!
উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন–

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ، أَذَلَّنَا اللهُ.

আমরা ছিলাম অপদস্থ জাতি। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ছাড়া অন্যভাবে সম্মান খুঁজি তাহলে তিনি আমাদের অপদস্থ করে ছাড়বেন। [মুসতাদরাকে হাকেম ১/১১৯-১২০]

এ থেকে বোঝা যায় উমর রা.-এর অন্তরে শুধু ইসলামই প্রোথিত হয়নি; বরং এই অনুভূতিও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একমাত্র ইসলামেই সম্মান নিহিত। ইসলাম ছাড়া অন্যপথে সম্মান খুঁজলে কপালে শুধু লাঞ্ছনাই মিলবে।

- **ছয়**

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দান-সদকার প্রতি উৎসাহিত করলেন। তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বেশ সম্পদ ছিল। তিনি অর্ধেক সম্পদ দান করলেন। আর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘরে যা ছিল সব নিয়ে এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?

তিনি বললেন–

أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ.

আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। [জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৭৫]

ঘরের সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে এমন কথা বলতে পারা কেবল আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মত পর্বতসম ঈমানদারের পক্ষেই সম্ভব। আমরা শুধু সে ঈমানের আলো থেকে কিঞ্চিৎ আলো লাভের আশায় তাঁদের ঘটনাগুলো বারবার পড়ি, বারবার শুনি।

- **সাত**

মক্কা-জীবন সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল। যিনি-ই ইসলাম গ্রহণ করতেন কাফেররা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাফেরদের অত্যাচার থেকে কেউই নিরাপদ থাকেননি; নবীজীও নন। তাদের নির্যাতনের কারণে ইবাদত-বন্দেগী করা তো দূরের কথা, ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকাই দায় ছিল।সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর নির্দেশে নিরাপদে দ্বীন চর্চার লক্ষ্যে ঘরবাড়ি ও অর্থসম্পদ ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে হাবাশা-মদীনা হিজরত করেন। এই হিজরত তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তার এক জ্বলন্ত সাক্ষী।
একবার আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাবাশা হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে যান। পথে মক্কার এক নেতা ইবনুদ দাগিনার সঙ্গে দেখা হল। ইবনুগ দাগিনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি

কোথায় যাচ্ছেন? আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি এখন ইচ্ছে করেছি, শহর-নগরে ঘুরব আর আল্লাহর ইবাদত করব। সে বলল, আপনার মত মানুষ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না এবং আপনার মত মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন। আত্মীয়তা রক্ষা করেন। অক্ষমের বোঝা বহন করেন। মেহমানদারি করেন। দুর্যোগে মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দেব। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে গিয়ে আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন।
আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কা ফিরে এলেন। ইবনুদ দাগিনা কুরাইশের নেতাদের বলল, আবু বকরের মত মানুষ মক্কা ছেড়ে চলে যেতে পারেন না এবং তার মত মানুষকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন লোককে বের করে দিচ্ছেন, যিনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন?
ইবনুদ দাগিনার আশ্রয়কে কুরাইশের নেতারা মেনে নিল। কিন্তু তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল, তুমি আবু বকরকে বলে দাও, সে যেন নিজের ঘরে ইবাদত করে। নামায পড়ে এবং যত খুশি তিলাওয়াত করে। তবে তা দ্বারা যেন আমাদের কষ্ট না দেয় এবং প্রকাশ্যে না করে। কেননা প্রকাশ্যে করলে আমাদের স্ত্রী-পুত্ররা ফেতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।
ইবনুগ দাগিনা কথাগুলো আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জানিয়ে দিল। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজের ঘরেই ইবাদত করতে থাকেন। ঘর ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে নামায ও তিলাওয়াত করতেন না। কিছুদিন পর তাঁর মনে অন্য এক খেয়াল এল। তিনি ঘরের আঙিনায় নামাযের জায়গা করে সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে লাগলেন। কাফেরদের স্ত্রী-সন্তানরা সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করে। তারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না।
এতে কুরাইশের নেতারা ঘাবড়ে গেল। তারা ইবনুগ দাগিনাকে ডেকে বলল, আমরা এই শর্তে তোমার নিরাপত্তা বহাল রেখেছিলাম যে, সে নিজের ঘরে ইবাদত করবে। কিন্তু সে তা অমান্য করে ঘরের আঙিনায় নামাযের স্থান করে সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করছে। আমাদের আশঙ্কা হয়, এতে আমাদের স্ত্রী-পুত্ররা ফেতনার শিকার হবে। তুমি তাকে বল, সে যদি নিজের ঘরে ইবাদত করে তবে ঠিক আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে করলে যেন তোমার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেয়।
ইবনুগ দাগিনা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তা জানালে তিনি বললেন-

إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আমি তোমার নিরাপত্তা ফেরত দিচ্ছি। আমি আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯০৫]

শত্রুর চতুর্মুখী হুমকি সত্ত্বেও নিরাপত্তার আশ্রয় ফিরিয়ে দেওয়া তো তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের রয়েছে রব্বুল আলামীনের আশ্রয়ের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল।
তাঁদের মত দৃঢ় ঈমানই তো মুমিনের জীবন সাধনা। আল্লাহ আমাদেরও দান করুন সাহাবীদের মত দৃঢ় ঈমান।
[মাসিক আল কাউসার]

বন্দেগীতে শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবায়ে কেরাম নেক কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। রাতের পর রাত পার করতেন আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান মান থেকে। তাঁদের ঈমান,আমল ছিল ঈর্ষনীয়।তাঁদের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা তেমন,যেমনভাবে পর্বতরাজি যমিনে দৃঢ়ভাবে আটকে আছে।বরং এরচেয়েও মজবুত, প্রবল এবং বিশুদ্ধ তাঁদের ঈমান।

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন–

الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ.

তাঁদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ় ছিল। [মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ২০৬৭১]

দুনিয়ার চাকচিক্যে তাঁরা সামান্যও প্রভাবিত হয়নি। রণাঙ্গনে তরবারি হাতে জিহাদ করেছেন।আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থেকেছেন। তাঁদের চেহারাতেই প্রস্ফুটিত হতো বন্দেগীর চিহ্ন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা আল-কুরআনে বলেছেন,

" تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا"

“ তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন”। (সূরা ফাতাহ্,আয়াত-২৯)

সাহাবাগণ এতোটাই ইবাদতগুজার ছিলেন যে তাঁদের চেহারাতেই সেই ছাপ ফুটে উঠতো।স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাই কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন।কুরআনের সাথে ছিল তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক।তাঁদের অধ্যয়নের মূল বিষয়ই ছিল কুরআন।তাঁদের জীবন ছিল কুরআনময়।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন আর তাঁরাও তা মুখস্থ করে ফেলতেন,সুবহানাল্লাহ।তাঁরা নামাজের প্রতি ছিলেন খুবই যত্নশীল এবং বিনয়ী।খুশুখুজু সমৃদ্ধ ছিল তাঁদের নামাজ কাফির, মুশরিকদের ধনুকের তীরও তাঁদেরকে নামাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁরা সারারাত কাটিয়ে দিতেন জায়নামাজে আর সারাদিন কাটাতেন রোজায়।কপালে সিজদাহ্র চিহ্ন ছিল স্পষ্ট।চেহারায় উদ্ভাসিত হতো তাঁদের সেই আমল-ইবাদতের নূর।

ইংরেজীতে কথায় আছে,"Face is the index of midns"
অর্থাৎ চেহারা মনের সূচিপত্র।জ্যোতি এক নূরানী আভা বিশেষ। কালো মানুষের চেহারায়ও উজ্জ্বল আভা থাকতে পারে। আর সাদা চেহারায়ও অসুন্দরের কালিমা থাকতে পারে। সকল বর্ণের সাহাবীদের চেহারায় ছিল মায়াবী এক ঝলক নূরের আভা। মনের পবিত্রতা, আমলের বিশুদ্ধতা, ঈমানের দৃঢ়তা,তাক্বওয়া তাঁদের চেহারায় প্রতিফলিত হতো। তাঁদের দর্শনে মানুষের মন শ্রদ্ধায় নত হতো। আর তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যরা হতো অভিভূত।

এক জান্নাতি সাহাবার আমল:
হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে (মসজিদে নববীতে) উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট এখন একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর একজন সাহাবী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে সদ্যকৃত অযুর পানির ফোটা ঝরে পড়ছিল। তিনি তার বাম হাতে জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন।তার পরদিনও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুরূপ কথা বললেন এবং প্রথমদিনের মতো সেই সাহাবী আগমন করলেন।যখন তৃতীয় দিন হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথা আবার বললেন এবং যথারীতি সেই সাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই সাহাবীর অনুগামী হলেন। তিনি তাকে বললেন, আমি আমার পিতার সাথে ঝগড়া করে শপথ করেছি, তিনদিন পর্যন্ত তার ঘরে যাব না। এই তিনদিন আমাকে যদি আপনার ঘরে থাকার সুযোগ করে দিতেন, তবে আমি সেখানে থাকতাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ,থাকতে পার।

বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবদুল্লাহ রা. বলতেন, তিনি তার সাথে সেখানে সেই তিন রাত অতিবাহিত করলেন। তিনি তাঁকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেও দেখলেন না। তবে তিনি যখন ঘুমাতেন, বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন আল্লাহর যিকির করতেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার মুখ থেকে কিন্তু ভালো কথা ছাড়া কোনো মন্দ কথা শুনিনি। যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার আমলকে সাধারণ ও মামুলি মনে করতে লাগলাম, তখন তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার সম্পর্কে তিনবার একথা বলতে শুনেছি যে, এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ আগমন করবে। উক্ত তিনবারই আপনি আগমন করেছেন। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনি কী আমল করেন তা দেখতে আপনার নিকট থাকব। যাতে আমিও তা করতে পারি। আপনাকে তো বেশি আমল করতে দেখিনি। তাহলে কোন গুণ আপনাকে এই মহান মর্যাদায় উপনীত করেছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন?

তিনি বললেন, তুমি যা দেখেছ, ঐ অতটুকুই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। তারপর বললেন, আমার আমল বলতে ঐ অতটুকুই, যা তুমি দেখেছ। তবে আমি আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং আল্লাহ তাআলা কাউকে কোনো নেয়ামত দান করলে সেজন্য তার প্রতি হিংসা রাখি না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ গুণই আপনাকে এত বড় মর্যাদায় উপনীত করেছে। আর সেটাই আমরা করতে পারি না।

[মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১৯১৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৭৪; আততারগীব ওয়াত তারহীব ৫/১৭৮]

আরও কিছু ঘটনাঃ

হিরাক্লিয়াসের বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলে তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের পরাজয়ের কারণ কী? তখন তাদের এক নেতা বলল, কারণ তারা রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাজ পড়ে আর দিনে রোজা রাখে। (ইবনে আসাকির : ১/১৪৩)

রাতের শেষাংশ অত্যন্ত বরকতময় একটি সময়। রাতের নামাজ বা তাহাজ্জুদের নামাজ আল্লাহ তাআলার কাছে একটি প্রিয় ইবাদত। তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলিতে রাত্রি জাগরণ করার কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا

আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দন্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ৬৪)

রাতের নামাজ শ্রেষ্ঠতম নামাজ এবং জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এই সময় আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন। তাই বান্দাদের তাঁর কাছে চাইতে বলেন।

মূসা ইবন ইসমাঈল ও হাসান ইবনুস সাব্বাহ (রহঃ)ও আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ – رضى الله عنه – يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ – قَالَ – وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ – قَالَ – فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ " . قَالَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ : " مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ " . قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ . زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " . وَقَالَ لِعُمَرَ : " اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " .

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে আস্তে আস্তে (নিঃশব্দে কিরাআত দ্বারা) নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পাশ দিয়ে গমনকালে দেখতে পান যে, তিনি শব্দ করে (জোর কিরাআত পাঠ করে) নামায আদায় করছেন।

রাবী বলেনঃ অতঃপর তাঁরা উভয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলে তিনি বলেনঃ হে আবু বাকর! আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে নিঃশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি (আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার রবের সাথে গোপনে আলাপ করেছি এবং তিনি তা শ্রবণকারী (কাজেই আমি সশব্দে নামায আদায়ের প্রয়োজন বোধ করি নাই)।

রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেনঃ আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে সশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এর দ্বারা আমার ইচ্ছা ছিল ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাবী হাসান তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আবু বাকর! তুমি তোমার কিরাআতকে একটু শব্দ করে পাঠ করবে। অতঃপর তিনি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেনঃ তুমি তোমার কিরাআত একটু নিম্ন শব্দে পাঠ করবে। [আবু দাউদ, হাদিস : ১৩২৯]

আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর প্রতিবেশী ছিলাম। তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন, আর দিনে রোজা রাখতেন এবং জনগণের কাজ করতেন। [হিলয়াতুল আওলিয়া-৫৪]
জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত, ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু সারা রাত নামাজ পড়তেন আর রাতের শেষাংশে পরিবারের লোকজনকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন। আর তিনি এই আয়াত পড়তেন, ‘তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও এবং তাঁর ওপর ধৈর্য ধারণ করো; আমি তোমার থেকে কোনো রিজিক চাই না; বরং আমিই তোমাকে রিজিক দেব।’ (মুয়াত্তা মালেক)
ইবাদত বন্দেগী ও শিক্ষা দীক্ষায় নারী সাহাবীরাও ছিলেন অগ্রগামী। তাঁদের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ছিল অতুলনীয়। নারীদের মাধ্যমেও বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো-
আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী নারী। যিনি শত শত হাদিস সংকলন করেছেন। অনেক সাহাবীরা তার কাছ থেকে হাদিস শিক্ষা করেছেন। আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে।
তিনি বলেন,

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের- নিকট কোন হাদিসের অর্থ বুঝা কষ্টসাধ্য হলে আয়িশাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা -কে প্রশ্ন করে তার নিকট এর সঠিক জ্ঞাত লাভ করেছি। [তিরমিজি হাদিস ৩৮৮৩]
আশ-শিফা বিনতু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي: أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ

একদা আমি হাফসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা -এর নিকট ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বললেনঃ তুমি ওকে (হাফসাহকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেখাবে পিঁপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দাও না কেন। [আবু দাউদ, হাদিস ৩৮৮৭]
এরকম শত শত পুরুষ ও নারী সাহাবীদের ঈমান, আমলের গল্প আছে যা লিখতে গেলে হয়তো শেষ হবে না। তাঁরা ঈমানে যেমন দৃঢ় ছিল আমলে তেমনি বিনয়ী ছিল। আল্লাহ তা’আলা বর্তমানের এই ছন্নছাড়া উম্মাহকে তাঁর সেই সন্তোষভাজন বান্দাদের পথে পরিচালিত করুন,আমিন।

সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবীগণ ইসলাম ধর্মের বিশ্বস্ত বহনকারী ও বিশিষ্ট প্রচারক। তাঁরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র মুখ থেকে শ্রবণ করে ও তা হুবহু মুখস্থ করে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরবর্তী উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। চৌদ্দশত বছর পরেও রাসূলের বাণী হুবহু পৌঁছে দিতে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এই উম্মাহর উচিৎ কোনো রকম সংযোজন-সংকোচন ব্যতীত অবশ্যই দায়িত্বশীলতার সাথে সেই মহামূল্যবান বাণী,নাসিহাহ হিফাযত করা, যথাযথভাবে মেনে চলা।

আবান ইবনু উসমান রহমাতুল্লাহ আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন যাইদ ইবনু সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ -এর নিকট শুনেছি।
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ

“ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ “ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ

আল্লাহ তা’আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং সেভাবেই অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌছে দিতে পারে। আর অনেক জ্ঞানের বাহক এমন রয়েছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়।
[আত-তিরমিজি,হা:২৬৫৬, ইবনু মাজাহ্, হা:২৩০]

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই বিশেষ দু’আয় ধন্য হয়েছেন। তাঁরাই এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে। তাই তাঁরা এ ধর্ম তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসসমূহ অতি সযত্নে হুবহু ধারণ করে অতি বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও সূক্ষ্মতার সাথে পরবর্তী উম্মতের নিকট পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁদের সাধারণ অভ্যাস।
সূরা ফাতিহাতে আছে,

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ. صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

অর্থাৎ আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন।যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম। [সূরা আন-নিসা,আয়াত ৬৯]

এখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। আর আনুগত্যের ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হলেন সাহাবায়ে কেরাম। ইতিমধ্যে কুরআন ও হাদিসের আলোকে যেসব আলোচনা হয়েছে তা থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট।মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মতের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই স্থান লাভ করার ব্যাপারে ছিলেন সবার ঊর্ধে। আর এই জন্যই সকলের ঐকমত্যে নবীগণ ছাড়া অন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পর তিনিই হলেন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সৎকর্মশীল বা নেক লোক তাঁকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের অধিকারসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করেন এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না।

সুতরাং নবীগণের পরে সালেহীনদের মধ্যে সর্ব প্রথম হলো সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, তারপর তাবেঈনগণ, তারপর তাবে তাবেঈনগণ। তাই কুরআন মাজীদ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবীগণের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাদের পথও সঠিক পথ এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের পথকেও অনুসরণ করতে বলেছেন।
সাহাবীগণের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সন্তুষ্ট এবং সাহাবীরাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।
আল্লাহ তা আলা বলেন:

و السَّٰبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَٰجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যকার যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক রকমের ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটিই হচ্ছে সত্যিকারের মহান সফলতা। " [সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত ১০০]
উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সহাবীদের উপর সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হবেন না যে তাঁর ধর্ম প্রচারে অবিশ্বস্ত অথবা যে তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর বাণী প্রচারে খিয়ানাতকারী? না, তা কখনই হতে পারে না। বরং এ কথাই সত্য যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা সৎ ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা তাঁর (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নাযিলকৃত ধর্ম পরিপূর্ণভাবে জগৎবাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরাই সত্যের মাপকাঠি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৭]
এখানে তাবুক যুদ্ধের সময়ের কথা বলা হচ্ছে। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, ফসল কাটার সময়, সফরের দূরত্ব ছিল বেশি, সম্বল ছিল অতি অল্প। এমনই ক্রান্তিলগ্নে একদল সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।তবে খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত আনন্দচিত্তে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দিয়ে তাঁদের তওবা কবুল করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য। [সূরা মায়িদাহ্,আয়াত ১১৯]
তাই সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, তাঁরা ভুল-ক্রটি করেছেন তাই তাঁরা সত্যের মাপকাঠি নন এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই।
সূরা নামলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ

আপনি বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর নিমিত্তে। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেসব বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। [সূরা নামল,আয়াত ১৫৯]

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আলোচ্য আয়াতে " عباده الّذين اصطفى মনোনীত করেছেন" বলতে সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) কে বুঝানো হয়েছে, যাঁদেরকে আল্লাহ তার প্রিয় নবীর সাথী হিসাবে বাছাই করেছেন। ইবনে জারীর আত তাবারী (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন, বাছাইকৃত বান্দা বলতে সে সকল মহান ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবীর জন্য মনোনীত করেছেন এবং যাঁদেরকে তার নবীর সাথী এবং সাহায্যকারী বানিয়েছেন।(জামিউল বায়ান, ২য় খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা; মিনহাজুস সুন্নাহ লি ইবনে তাইমিয়া, ১ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًاۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। [সূরা ফাতহ্,আয়াত ২৯]

এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) গণের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ৭টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

১. তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠর।
২. পারস্পরিক রহম-দিল, সহানুভূতিশীল।
৩. রুকু সিজদা অবস্থায় পড়ে থাকে।
৪. তাঁরা এতোই অধিক পরিমাণে সিজদা করেন যে সিজদার চিহ্ন তাঁদের কপালে সৃষ্টি হয়ে আছে।
৬. সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে এসেছে।
৭. তাঁদের উদাহরণ এমন ফলের সাথে যা প্রথমে ছিলো দুর্বল। এরা আস্তে আস্তে পরে সফল হয়েছিলো। যে কারণে কাফেরদের গাত্রজ্বালা শুরু হয়েছিলো এবং তারা রাগে-ক্ষোভে জ্বলছিল।অর্থাৎ শুরুর দিকে তো তাঁরা স্বল্প ছিলেন। অতঃপর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে শক্তিশালী হন। যেমন, ফসল প্রথমে তো দুর্বল হয়, তারপর দিন দিন সবল হতে থাকে এবং এইভাবে একদিন শক্ত কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়।

এই পূর্ণ আয়াতের প্রত্যেকটি অংশ সাহাবায়ে কেরামদের মাহাত্ম্য, ফযীলত, আখেরাতের ক্ষমা এবং তাঁদের মহান প্রতিদান লাভের কথাকে সুস্পষ্ট করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অন্তর ছিল কলুষ মুক্ত এবং আমলও ছিল উত্তম। সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়তো, সে তাদের পবিত্রতা অনুভব করতে পারতো এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশী হতো।পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উম্মতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীবর্গ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। এঁদের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন যে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রুপই এবং ইঞ্জীলেও।
সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের পথ হচ্ছে নাজাত প্রাপ্ত পথ। যেমন:আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উন্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উন্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত। [তিরমিযি, হাদিস নং ২৬৪১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীগণ হলেন নক্ষত্র তুল্য। তাঁদের যে কোনো জনকে অনুসরণ করবে তোমরা হেদায়েত পাবে। (জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসুল, ৮খন্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৬৩৬৯)।

হযরত 'উমার রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

من كان مستنّا فليستنّ بمن قد مات ، فإنّ الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة ، ألئك أصحاب محمّد ﷺ ، كانوا أفضل هذه الأمّة : أبرّها قلوبا ، وأعقمها علما ، وأقلّها تكلّفا ، إختارهم الله لصحبة نبيّه ، ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم على أثرهم ، وتمسّكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم ، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم.

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি অনুসরণ করিতে চায় তাহলে সে যেন নবীর সাহাবীদের আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরে, যারা আজ নেই, ইন্তেকাল করেছেন। কেননা তাঁরা নবীর সাহাবী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা অতিশয় পবিত্র মনের অধিকারী, অতীব গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তাঁরা লৌকিকতা এবং কৃত্তিমতাশূণ্য। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নবীজির সহবত অর্জনের জন্য এবং অনাগত ব্যক্তিদের নিকট দ্বীন পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। এরা হলেন আল্লাহর বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গ। এ জন্য তোমরা তাঁদের চরিত্র অনুকরণে চরিত্রবান হও। কেননা, তাঁরা নবীজির সাথী, তাঁরা সিরাতে মুস্তাকীমের ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। (মুসনাদে আহমদ, ১ম খন্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং সাহাবীগণই হলেন সত্যের মাপকাঠি।

উম্মাহ্‌র আদর্শ স্বরূপ

আমাদের আদর্শ হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথী।যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হেঁটেছেন, খেয়েছেন, কথা বলেছেন, দ্বীন শিখেছেন আরো কত কি! তাই আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে সাহাবীগণের মাঝে।

হুযাইফাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আমরা অবস্থান করছিলাম।তখন তিনি বললেনঃ

إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي " . وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

তোমাদের মাঝে আমি আর কত দিন বেঁচে থাকব তা আমার জানা নেই। অতএব তোমরা আমার অবর্তমানে দু’জন লোকের অনুসরণ করবে- এ কথা বলে তিনি আবু বকর ও ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর দিকে ইশারা করলেন। [তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৬৩]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর সাহাবীগণকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর ও হযরত ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা এর কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁদের ঈমান, আখলাকে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা। তাঁরাই আমাদের অনুপ্রেরণা।
উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহান জামাত হলো সাহাবায়ে কেরাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভের বরকতে তাঁরা সকল প্রকার মলিনতা থেকে ছিলেন মুক্ত। সর্ব প্রকার জুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মাঝেও তাদের হৃদয় ছিল নবীপ্রেমে ভরপুর। ধৈর্য, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা অর্জন করেছিলেন মহান আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি। সকল হক্কানি ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কোনো অলি বা পীর-মাশায়েখ যতই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছান না কেন, একজন সাধারণ সাহাবার সমতুল্য কখনো হতে পারবেন না। কেননা তাঁরা সার্বিক দিক থেকে অনন্য ও অতুলনীয়। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলির আলোচনা করেছেন।

মহান আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার

চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। (সুরা ফাতহ, আয়াত ২৯)।

অন্যত্র রাব্বুল আলামিন সকল উম্মতে মুহাম্মাদীকে সাহাবাদের মতো ঈমান আনার প্রতি উৎসাহিত করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৭]

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সুরা হাদিদের ১০নং আয়াতে সাহাবিদের ব্যাপারে জান্নাতের ওয়াদা করে বলেন, ‘তবে আল্লাহ তাদের সকলকেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।’ হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তাঁরা যারা আমার যুগে রয়েছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মত অর্থাৎ তাবেঈন। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মত অর্থাৎ তাবে তাবেঈন। (বুখারি, মুসলিম)।

হজরত উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ইরশাদ করেন, তোমরা আমার প্রত্যেক সাহাবিকে সম্মান কর। কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম মানব। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ি)।

সাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুপম আদর্শ। তাই তাঁদের প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা প্রত্যেক মুমিনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম উপায়। কোনো অবস্থাতেই সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা যাবে না। যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেছেন।
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যাদের আমার সাহাবিদের সমালোচনা করতে তোমারা দেখবে, তাদের বলে দাও, তোমাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ। (তিরমিজি)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যে মুমিন সে আমার সাহাবীদের মুহাব্বত করবে। আর যে আমার সাহাবীদের সমালোচনা করবে সে মুনাফিক। যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের মুহাব্বত করবে, আল্লাহতায়ালা তাকে মুহাব্বত করবেন। আর যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, মহান আল্লাহতায়ালা তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন। (বুখারি)।

হজরত ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের গালি দিও না। কেননা এক মুহূর্তের জন্য যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে ধন্য হয়েছেন তাঁর আমল তোমাদের সারাজীবনের আমল থেকেও শ্রেষ্ঠ। (ইবনে মাজাহ)।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববাসীকে সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সফলতার পথ প্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নবী প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাঁর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে। তাঁর শিক্ষা-নির্দেশনা মেনে চলে। সর্বোপরি তাঁকে আদর্শরূপে ধারণ করে। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নির্দেশমতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করেছেন। এক্ষেত্রে গোটা উম্মতের ইতিহাসে তাঁদের রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। নবীজীর আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন এর নজির কেবল তাঁরাই। তাঁরা তাঁর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা-নির্দেশনা, বাণী, কর্ম সবকিছুর অনুসরণ করতেন। তাঁর চোখের ইশারা ও মনের ভাষা পর্যন্ত অনুধাবন করতেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর আদেশকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর পছন্দ নয় এমন কাজ পরিহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শরূপে ধারণ করেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল নববী-আদর্শের জীবন্ত ছবি। নবীজীর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ আনুগত্যই গোটা উম্মতের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মে পরিণত করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের সব দিক, সব বৈশিষ্ট্য, সব দৃষ্টান্ত আলোচনা করা দুরুহ। এ তো অকূল সমুদ্র। এখানে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েকটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

- **এক**

খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধে ছিলেন। একজন এসে জানাল, মানুষ গাধার গোশত খাচ্ছে। তিনি একজনকে এই ঘোষণা করতে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তোমরা তা খেয়ো না, ফেলে দাও। তা অপবিত্র। এ ঘোষণা শুনে ডেগচিগুলো উপুড় করে দেওয়া হল অথচ তাতে গোশত টগবগ করছিল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৯৯, ৪২২১, ৫৫২৮

এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাহাবীদের আনুগত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :
ক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সাহাবীগণ যে মাত্র ঘোষণা শুনেছেন সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেছেন। অথচ গোশত রান্না হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। তার পরও নবীজীর নির্দেশ মানতে কালবিলম্ব করেননি। এ চিন্তা করেননি যে, আচ্ছা! নিষেধাজ্ঞা যেহেতু মাত্র শুনেছি এবং তা শোনার আগেই আমরা রান্না করে ফেলেছি, তাছাড়া আমরা রণাঙ্গনে আছি, তাই আজকের মত খেয়ে নিই। সামনে থেকে আর খাব না।
খ. তাঁরা নবীজীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া থেকেও নিবৃত্ত হয়েছেন এবং ডেগচিও উপুড় করে দিয়েছেন।

- **দুই**

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির রা.-কে বললেন, বাহরাইনের মাল এলে তোমাকে এত এত এত দেব। এ কথা বলে তিনি দুই হাত তিন বার প্রসারিত করেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত বাহরাইনের মাল আসেনি। আবু বকর রা.-এর খেলাফত আমলে আসে।
তখন আবু বকর রা. ঘোষণা করলেন-

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا.

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন অথবা তাঁর কাছে কারো কোনো ঋণ থাকে তাহলে সে যেন আমার কাছে আসে।ঘোষণা শুনে জাবির রা. গেলেন এবং নবীজীর ওয়াদার কথা জানালেন। আবু বকর রা. তাঁকে দুই হাত ভরে দিলেন। জাবির রা. গণনা করে দেখেন- পাঁচ শ।

এরপর আবু বকর রা. বললেন-

خُذْ مِثْلَيْهَا.

এর দ্বিগুণ নিয়ে যান। [সহীহ বুখারী, হাদীস ২২৯৭]

নবীজী যদিও জাবির রা.-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিশ্রুত মাল আসেনি। তাই তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবু বকর রা.-এর খেলাফত আমলে মাল এলে তিনি চিন্তা করেছেন, আজ নবীজী আমাদের মাঝে থাকলে নিশ্চয় নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেন। কেননা নবীজী কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। এই চিন্তা থেকেই আবু বকর রা. ঘোষণা করেছেন। ঘোষণা শুনে যখন জাবির রা. এলেন তখন তিনি তাঁকে দান করলেন এবং নবীজী যেমন দুই হাত ভরে তিন বার দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন তিনিও সেভাবেই দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যাপারে যখন সাহাবী এমন যত্নবান তো তাঁর আদেশ পালনের ব্যাপারে কত আন্তরিক হবেন তা সহজেই অনুমেয়।

- **তিন**

ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা জাঁতা চালাতেন। এতে তাঁর কষ্ট হত। একবার কষ্টের কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন। এরপর নবীজীর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলে তিনি একজন খাদেমের আশায় তাঁর কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁকে ঘরে না পেয়ে আয়েশা রা.-এর কাছে বলে আসেন। নবীজী মেয়ের কথা জানতে পেরে তাঁদের ঘরে গেলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিক্ষা দেব না, যা তোমাদের প্রার্থিত বস্তু থেকেও উত্তম?
তা হল, তোমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ্, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকে উত্তম হবে।

আলী রা. বলেন–

فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ.

এরপর থেকে কখনো আমি এটা ছাড়িনি।
একজন জিজ্ঞাসা করল, সিফফীনের রাতেও কি ছাড়েননি?
বললেন–

وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.

সিফফীনের রাতেও ছাড়িনি।
[–সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭০৫, ৫৩৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৭,২৭২৮]

সিফফীনের যুদ্ধ কত ভয়াবহ ছিল সবারই জানা। মুসলমানদের দুই পক্ষের মধ্যে এ যুদ্ধ হয়। এক পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন খোদ আলী রা., অপর পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন মুআবিয়া রা.। এ যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। এরকম যুদ্ধের রাতেও তিনি নবীজীর শেখানো তাসবীহ তরক করেননি। এ থেকে অনুমেয়, নবীজীর শিক্ষাকে তাঁরা কত গুরুত্ব দিতেন।

- **চার**

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে বাইতুল্লাহ প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ‘হলক’ করেছেন। কেউ কেউ ‘কসর’ করেছেন।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন। সাহাবীগণ সাগ্রহে রওনা হলেন। কারণ ছয় বছর পর বাইতুল্লাহ যিয়ারতের সুযোগ এসেছে। নবীজী উট–বকরি সঙ্গে নিলেন এবং যুল হুলায়ফা নামক স্থানে গিয়ে উমরার ইরহাম বাঁধলেন।মুসলমানদের খবর শুনে কুরাইশ ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়। মুসলমানদের বাধা দেওয়ার জন্য বাহিনী প্রেরণ করে। হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশের একাধিক প্রতিনিধি নবীজীর কাছে আসে। তিনি তাদেরকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আমরা উমরা পালনের জন্য এসেছি, যুদ্ধ করতে আসিনি।উমরাহ্ করে আমরা চলে যাব। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য তিনি উসমান রা.–কে মক্কা প্রেরণ করেন। উসমান রা. কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলিমদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন।
এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে অবিচলতার সাথে যুদ্ধ করা, প্রয়োজনে জীবন দেওয়া– এ মর্মে তাঁর কাছে বাইআত হওয়ার আদেশ করেন। সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশমতো বাইআত হন।
(দ্র. তাফসীরে তাবারী ২১/৩১৬; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৫১–৫২, ৪১৮৭, ২৭৩১, ২৯৬০; সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৩০৮–৩১৬)
এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সাহাবীগণ নবীজীর আদেশকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন এবং তাঁর নির্দেশ মানার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। এখানে আমরা দেখেছি, যুদ্ধ করার জন্য সাহাবীদের মানসিক, সামরিক কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না। তাঁরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেননি। তাছাড়া তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ বা ১৫ শ। যুদ্ধসামগ্রীও তেমন ছিল না। উপরন্তু তাঁরা নিজেদের আবাসভূমি থেকে অনেক দূরে ছিলেন। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ছিল আপন নগরীতে। এমন অসম পরিস্থিতিতেও তাঁরা নবীজীর হাতে হাত রেখে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেন।

- **পাঁচ**

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. মক্কার সফরে ছিলেন। পথে এক বেদুঈনের সাথে দেখা হল। তিনি লোকটিকে আগে বেড়ে সালাম দিলেন। নিজের সওয়ারীর উপর তুলে নিলেন এবং পরিধানের পাগড়িটা হাদিয়া দিলেন।আবদুল্লাহ ইবনে দিনার সাহাবীর এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এরা বেদুঈন। সামান্য কিছু পেলেই খুশি হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন–

إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.

তার পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, পিতার বন্ধুর সাথে সদাচার করা পুত্রের জন্য বড় সওয়াবের কাজ।
–[সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৫২]

মাতা–পিতার সঙ্গে সদাচার অত্যন্ত জরুরি। নবীজী এ ব্যাপারে জোর তাকিদ করেছেন। পিতা–মাতার বন্ধু–বান্ধবের সঙ্গে সদাচারের শিক্ষাও তিনি দিয়েছেন। এ শিক্ষা সাহাবী কত গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করেছেন তা আমরা দেখলাম। সফরে পিতার এক বেদুঈন বন্ধুর ছেলেকে পেয়ে নিজের সওয়ারীর উপর তুলে নিয়েছেন এবং পরিধানের পাগড়ি উপহার দিয়েছেন। অথচ তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন।

- **ছয়**

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল হায়ছাম রা.–কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোনো খাদেম আছে?
তিনি বললেন, জী না।
নবীজী বললেন, আমার কাছে যুদ্ধবন্দী এলে তুমি এসো।
এরপর নবীজীর কাছে দুইজন যুদ্ধবন্দী এল। আবুল হায়ছাম রা. নবীজীর কাছে গেলেন।
নবীজী বললেন, দুইজনের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় নিয়ে নাও।
তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি পছন্দ করে দিন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের দিকে ইশারা করে বললেন, তাকে নিয়ে যাও, আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি আর তুমি তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো।গোলাম নিয়ে আবুল হায়ছাম রা. বাড়ি গেলেন এবং স্ত্রীকে নবীজীর ওসিয়ত সম্পর্কে অবহিত করলেন।

স্ত্রী বললেন–

مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামের ব্যাপারে যে ওসিয়ত করেছেন তা পালন করার একমাত্র পথ হল তাকে আযাদ করে দেওয়া।

আবুল হায়ছাম রা. বললেন–

فَهُوَ عَتِيقٌ.

তাহলে সে আযাদ। -[জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৬৯]

নবীজী আবুল হায়ছাম রা.-কে গোলামের সাথে সদাচারের ওসিয়ত করেছেন, আযাদ করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী চিন্তা করেছেন, গোলাম আমাদের মালিকানায় থাকলে হয়তো আমরা তার সাথে যথাযথ সুন্দর আচরণ করতে পারব না। নবীজীর ওসিয়ত সুচারুরূপে পালন করার একমাত্র পথ হল তাকে আযাদ করে দেওয়া। এ কথা শুনে আবুল হায়ছাম রা. আর দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আযাদ করে দিলেন। সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য এটাই- তাঁরা নবীজীর নির্দেশ অনুযায়ী উত্তমভাবে আমল করতেন।

- **সাত**

একবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বকরি যবেহ করলেন। এরপর পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন-

أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيِّ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

তোমরা কি আমার ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরীল প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এমন তাকিদ দিয়েছেন যে, আমার মনে হয়েছে, তাকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫২

প্রতিবেশীর উপর নবীজী অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। তা সাহাবীর অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, নিজেদের জন্য যবেহকৃত বকরির গোশত ইহুদী প্রতিবেশীকে দেওয়া হয়েছে কি না তা পরিবারকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

- **আট**

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি বানালেন। তখন সাহাবীগণও সোনার আংটি বানালেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো তা পরিধান করব না। তখন সাহাবীগণও খুলে ফেললেন। -[সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৯৮]

এখানে আমরা দেখলাম, নবীজীকে সোনার আংটি বানাতে দেখে সাহাবীগণও বানিয়েছেন। পরে যখন তিনি তা খুলে ফেলেছেন তখন তাঁরাও খুলে ফেলেছেন। অথচ নবীজী তাঁদেরকে খুলে ফেলার আদেশ করেননি। কিন্তু তিনি খুলে ফেলায় তাঁরা বুঝে গেছেন, তা আর পরিধান করা যাবে না। যে জিনিস নবীজী আর কখনো পরিধান না করার শপথ করেছেন, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

- **নয়**

নবীজীর একজন স্ত্রী হলেন উম্মে সালামা রা.। তাঁর আগের স্বামী ছিলেন আবু সালামা রা.। আবু সালামা রা.-এর ইন্তেকালের পর নবীজী তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর আগের স্বামীর ঔরসজাত একজন সন্তান হল উমর ইবনে আবু সালামা রা.। তাঁর প্রতিপালন করতেন নবীজী। একবার খাওয়ার সময় উমর ইবনে আবু সালামা রা. পাত্রের এখান থেকে ওখান

থেকে খাচ্ছিলেন। নবীজী বললেন, হে বাছা! খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলবে। ডান হাতে খাবে এবং নিজের দিক থেকে খাবে।

উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন–

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

এরপর থেকে আমি সর্বদা এভাবেই খেতাম। –[সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৭৬]

খাওয়ার কিছু আদব রয়েছে। একটি আদব হল, নিজ নিজ দিক থেকে খাওয়া। উমর ইবনে আবু সালামা রা. ছোট্ট বালক হওয়ায় এ আদবটি তাঁর জানা ছিল না। তিনি পাত্রের এখান থেকে ওখান থেকে খাচ্ছিলেন। নবীজী তাঁকে খাওয়ার আদব শিক্ষা দিলেন। আমরা লক্ষ করেছি, নবীজীর শেখানো আদব তিনি কত যতেœর সাথে পালন করেছেন।

- **দশ**

একদিন হাকীম ইবনে হিযাম রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইলেন। নবীজী তাঁকে দিলেন। তিনি আবার চাইলেন। নবীজী আবার দিলেন। তৃতীয়বার চাইলেও নবীজী দিলেন এবং বললেন, হে হাকীম, এই সম্পদ হল সবুজ, সুস্বাদু। যে লালসা ছাড়া তা গ্রহণ করে তাতে বরকত দেওয়া হয়। যে লালসার সাথে নেয় তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ওই ব্যক্তির মতো হয়, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। আর উঁচু হাত নিচু হাত থেকে উত্তম।

নবীজীর যবানে এ কথা শুনে হাকীম রা. বললেন–

يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.

হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমি আপনার পর যতদিন বেঁচে থাকব কারো কোনো সম্পদ কমাব না। –[সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৭২]

এখানে নবীজী হাকীম ইবনে হিযাম রা.-কে মানুষের কাছে চাওয়ার জন্য সরাসরি নিষেধ করেননি। তিনি শুধু একটি নসীহত করেছেন। এ নসীহত সাহাবী এমন গভীরভাবে ধারণ করেছেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত কারো কাছে কিছু চাইবেন না। সাহাবী তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণও করেছেন।
আবু বকর রা.-এর খেলাফত আমলে অনুদান গ্রহণের জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে কিন্তু তিনি নেননি। উমর রা.-এর যমানায়ও ডাকা হয়েছে;তখনো তিনি নেননি। উমর রা. একদিন স্পষ্ট বলেছেন, হে মুসলিমগণ, আপনারা সাক্ষী থাকবেন,আমি হাকীম ইবনে হিযামের কাছে 'ফাই' থেকে তার প্রাপ্য পেশ করেছি কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি।[মাসিক আলকাউসার,সংখ্যা: ০১]

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। [সূরা হুজুরাত, আয়াত ৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। [সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাহাবীগণের অন্তরে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে ঈমানকে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন, তাঁদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত ধারণের উপযোগী করে দিয়েছেন।এরপর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তাঁরাই হলেন সৎ পথপ্রান্ত। সুতরাং তাঁরা উম্মতের আদর্শ।
তাই তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক।

فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নিআমত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
[সূরা হুজুরাত, আয়াত ৮]
এ আয়াতটি ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ফজিলতের অধিকারী হওয়ার ও তাঁদের ঈমান ও হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জলন্ত প্রমাণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। তাদের (সমালোচনার) লক্ষ্যবস্তু স্থির কোরো না।'
(তিরমিজি : হা. ৩৭৯৭; মুসনাদে আহমাদ : হা. ১৯৬৬৯)

মহানবী (সা.) আরো ইরশাদ করেন, "যখন তোমরা ওই সব লোককে দেখবে, যারা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করে, তখন তোমরা বলে দাও, 'তোমাদের এই মন্দ আচরণের কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।'" (তিরমিজি : খ. ২, পৃ. ২২৫)

আশারায়ে মুবাশশারা

ইসলামের ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণ অক্ষরে লেখা আছে তারা হলেন আশারায়ে মুবাশশারা। আশারায়ে মুবাশশারা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন। ইসলামী পরিভাষায় যে দশজন সাহাবি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তাদেরকে "আশারায়ে মুবাশশারা" বলা হয়।

আবু মনসুর বাগদাদী বলেছেন, 'সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন পর পর চার জন খলিফা। এরপর অবশিষ্ট ছয় জন'।
হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ: বলেছেন, "দশজন সাহাবী জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদটি একটি হাদিসে থাকায় তারা ' আশারায়ে মুবাশশারা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন"। অন্যথায়, আলাদা আলাদাভাবে রাসূল সা: আরো অনেককেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন; যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগণ, আহলে বায়ত, হাসান, হুসাইন, তাদের মা ও নানি, হযরত হামযা প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। সুতরাং জান্নতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী কেবল দশজনই না।তবে নিম্নোক্ত দশজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিশে একই সাথে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

আশারায়ে মুবাশশারা বলতে যে দশজনকে বুঝায় তারা হলেন,

১.আবু বকর সিদ্দিক (রা)
২.উমার বিন খাত্তাব (রা)
৩.উসমান বিন আফফান (রা)
৪.আলী বিন আবী তালীব (রা)
৫.আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা)
৬.সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)
৭.আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)
৮.যুবাইর বিন আওম (রা)
৯.তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা)
১০.সাঈদ বিন যায়দ (রা)

আশারায়ে মুবাশশারা ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপট:

উপর্যুক্ত সৌভাগ্যবান মহাপুরুষদের 'আশারায়ে মুবাশশারা' ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হিজরী দশম সনে মদীনায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন বহুসংখ্যক লোক অর্ধাহারে অনাহারে কালাতিপাত করছিল। তাই খাদ্যসামগ্রীর অপ্রতুলতায় মদীনাবাসী সীমাহীন উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল। এমনিতর দূরাবস্থার দিনে একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে খুতবা প্রদান করছিলেন। এমন সময় সে মজলিশে এক লোক সংবাদ দিল যে, শাম দেশ থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একদল বণিক মদীনায় এসেছে এবং তারা তা বিক্রি করতে চায়। এ সংবাদ শোনামাত্র উপস্থিত সাহাবাদের অনেকেই ব্যবসার

উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হয়ে ক্রয়বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তবে মাত্র দশজন সাহাবি পার্থিব ব্যবসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রিয় রাসূল সা: এর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত আল্লাহ ভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সে পার্থিব লোভনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মগ্নভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবাই শুনছিলেন।
এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, “আর যখন কোথাও ব্যবসায় বাণিজ্য কিংবা কোন খেল-তামাশা অবলোকন করে, তারা আপনাকে খুতবায় রত অবস্থায় পরিত্যাগ করে বিক্ষিপ্তভাবে চলে যায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে যা কিছু রয়েছে তা বাণিজ্য এবং তামাশা থেকে উত্তম। আর আল্লাহ তা'আলা উত্তম রিযিকদাতা।”
এ প্রেক্ষাপটেই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, অর্থাৎ যারা সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিশ ত্যাগ না করে, বরং নিমগ্ন অবস্থায় ভক্তিভরে তাঁর বাণী শুনছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে জান্নাতি বলে ঘোষণা প্রদান করেন।

হজরত সাঈদ ইবনে যায়িদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহর রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি যে, দশজন লোক জান্নাতে যাবে। আবু বকর জান্নাতি, উমার জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, জুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতি, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতি, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতি। আমি কি দশম ব্যক্তির নাম বলব? সাহাবিরা বললেন, কে তিনি? তিনি নীরব থাকলেন। সাহাবিরা আবার বললেন, কে তিনি? তখন তিনি বললেন, তিনি হলেন সাঈদ ইবনে যায়িদ”। (সুনান আবু দাউদ)

এছাড়াও জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন এমন আরও কিছু ব্যক্তিবর্গঃ

হুযাইফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তুমি কখন যাবে? আমি বললাম, আমি এতদিন হতে তার নিকট উপস্থিত পরিত্যাগ করেছি। এতে তিনি আমার উপর নারাজ হন। আমি তাকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমাকে মাগরিবের নামায আদায় করতে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি তার কাছে আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমি হাযির হয়ে তার সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি নফল নামায আদায় করতে থাকলেন, অবশেষে তিনি এশার নামায আদায় করলেন।

তারপর তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন এবং আমি তার পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, হুযাইফাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার কি দরকার, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেনঃ

إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলার

কাছে অনুমতি চেয়েছেনঃ ফাতিমাহ জান্নাতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা। [জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৭৮১]

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জিব্রাঈল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ

হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ যে খাদিজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮২০]

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন,
হারিসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন নও জওয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তাঁর আম্মা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হারিসাহ আমার কত প্রিয় ছিল আপনি তা অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি সবর করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি ব্যাপার অন্য রকম হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাবেন, আমি যা করব।
তখন তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَإِنَّهُ فِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ

তোমার কী হল, তুমি কি অজ্ঞান হয়ে গেলে? জান্নাত কি একটি? জান্নাত অনেকগুলি, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৯৮২]

উবায়দ ইবনু ইয়াঈশ, মুহাম্মাদ ইবনু ’আলা আল হামদানী ও মুহাম্মাদ ইবনু ’আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) ..... আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের সালাতের সময় বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন,

بِلاَلٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِي الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

হে বিলাল! তুমি আমাকে বলো, ইসলামের মধ্যে তুমি এমন কোন আমল করেছো যার উপকারের বিষয়ে তোমার অধিক প্রত্যাশা। কারণ, আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। রাবী বলেন, বিলাল বললেন, ইসলামের মাঝে এর চেয়ে অধিক লাভের প্রত্যাশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই

পূর্ণ ওযু করি তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখেছেন ততক্ষণ ঐ ওযু দিয়ে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করে থাকি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫৮]

সর্বপরি আশারায়ে মুবাশশারা নামে খ্যাত ঐ দশজন সাহাবী ছাড়া আরও অনেক সাহাবীকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বরং ঐ দশজন সাহাবীকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিশে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁরা প্রথম সারির সাহাবী।

আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হলেন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম। ইসলামের প্রথম খলিফা তিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাই বলতেন তিনি তা অকপটে বিশ্বাস করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন তখন সকলেই তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল, উপহাস-বিদ্রুপ করেছিল। ঠিক ঐ মুহূর্তে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। এই অকুন্ঠ সত্যনিষ্ঠতা ও আস্থার জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সিদ্দিক (মহা সত্যবাদী) উপাধি দিয়েছিলেন।
আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعْدَهَا

আল্লাহ্ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবূ বকর বলেছে, আপনি সত্য বলেছেন। তাঁর জান-মাল সবকিছু দিয়ে আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছে। (বুখারী হাদিস-৩৬৬১; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫)।

আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাসজিদে নাববীর) মিম্বারে বসে বললেন,

" إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَدَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ فَعَجِبْنَا فَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ لاَ تَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আল্লাহ তা'আলার কাছে রক্ষিত ভোগবিলাস এ দুইয়ের মাঝে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দান করলে ঐ বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে রক্ষিত ভোগবিলাসকে এখতিয়ার করেছেন। তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমাদের বাবা-মা উৎসর্গিত হোক। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (তার কথায়) বিস্মিত হলাম এবং লোকেরা বলল, এই বৃদ্ধ লোকের প্রতি খেয়াল কর, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বান্দা প্রসঙ্গে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীও দান করতে পারেন কিংবা তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে রক্ষিত ভোগসামগ্রীও দান করতে পারেন। অথচ এই লোক বলছেন,

আপনার জন্য আমাদের বাবা-মাকে উৎসর্গ করলাম! সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মাঝে, তাঁর প্রসঙ্গে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ লোকদের মাঝে স্বীয় মাল ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সবচাইতে উপকার (কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ) করেছেন আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই যথেষ্ট। মাসজিদে আবু বকরের দ্বার (বা জানালা) ছাড়া আর কোন দ্বার (বা জানালা) বাকি থাকবে না। [সহীহ বুখারী,হাদিসঃ ৩৬৫৪, মুসলিম (৭/১০৮)]
এ থেকেই বুঝা যায় আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কেমন ছিলেন।তিনি হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্দিক।সিদ্দিক উপাধিতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পর্যায়ে না কেউ পৌঁছাতে পেরেছে আর না কেউ কখনো পৌঁছাতে পারবে।

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন,

بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّيْ أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّيْ أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

একদা এক লোক একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদশ্রবণে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ্! গরুও কথা বলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও 'উমার তা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমার থেকে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ব্যতীত তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও 'উমার তা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।
'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।....আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ রকমই বর্ণনা করেছেন।[সহীহ্ বুখারী,হাদিস-৩৪৭১; আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২২২]
আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا

মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, ‘আয়িশাহ্! আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবু বকর)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, ‘উমার ইব্নু খাত্তাব অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম করলেন।
[বুখারী হাদিস ৩৬৬২; আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৯০, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৩৯৭]

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেনঃ

أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ

আপনি হাওযে (কাওসারে) আমার সাথী এবং (হিযরাতকালেও ছাওর পর্বত) গুহায় আপনিই (ছিলেন) আমার সাথী।
[জামে’ আত-তিরমিজি,হাদিস ৩৬৭০, মিশকাত ৬০১৯]

আবু হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ " نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

যে লোক একই মালের এক জোড়া আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় খরচ করে তাকে জান্নাতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ তা’আলার বান্দা! এটাই উত্তম জায়গা। সুতরাং যে লোক নামাযী, তাকে নামাযের দ্বার হতে আহবান করা হবে। যে লোক মুজাহিদ তাকে জিহাদের দ্বার হতে আহবান করা হবে। যে লোক দানশীল তাকে দান-খাইরাতের দ্বার হতে আহবান করা হবে। যে লোক রোযাদার তাকে রোযার বিশেষ দ্বার (রাইয়্যান) হতে আহবান করা হবে। সে সময় আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! কোন লোককে সকল দরজা হতে ডাকার তো দরকার নেই। তা সত্ত্বেও কোন লোককে কি এসবগুলো দরজা হতে আহবান করা হবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি আপনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
[জামে’ আত-তিরমিজি হাদিস ৩৬৭৪, বুখারী ও মুসলিম]

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় আমরা কাউকেও আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর সমতুল্য মনে করতাম না। তারপর ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে এবং তারপর ‘উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে মর্যাদা দিতাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অন্যান্য সাহাবীদের সম্মান সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মাঝে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না।
[বুখারী ৩৬৯৭, আবু দাউদ ৪৬২৭, ৪৬২৮]

আবু দাউদ-এর এক বর্ণনাতে আছে, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে তাঁর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান লোক হলেন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তারপর 'উমার, তারপর 'উসমান। [আবু দাউদ ৪৬২৭, ৪৬২৮]

জুবায়র ইবনু মুত্বইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলো এবং তার সাথে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আবার আসতে বললেন। তখন মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই তখন কি করব? মহিলাটি যেন তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর) ইন্তিকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকর এর কাছ এসো।[সহীহ বুখারী ৩৬৫৯, মুসলিম হা/২৩৮৬ মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৮০১, সিলসিলাতুস সহীহাহ হা/৩১১৭ সহীহ ইবনু হিব্বান হা/ ৬৬৫৬, মিশকাত হা/৬০২২]

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের সকলের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। [তিরমিযী ৩৬৫৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩১৯৬৬, বুখারী ৩৭৫৪ মিশকাত হা/৬০২৭]

আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত।
একদিন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে (লক্ষ্য করে) বললেন, " أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ" আপনি জাহান্নামের আগুন হতে আল্লাহর 'আতীক (আযাদপ্রাপ্ত)।সেদিন হতে তিনি আতীক উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন।
[তিরমিজি ৩৬৭৯, সহীহুল জামি ১৪৮২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১২৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৬৪, মিশকাত হা/৬০৩১]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلاَلاً

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের আরেক নেতা বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে মুক্ত করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, হা/৩৭৫৪ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়-৬২, 'বিলাল (রা.)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-২৩; মিশকাত, হা/৬২৫০; ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, হা/৩৬৪০, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩২]

উল্লেখিত কতিপয় হাদিস থেকেই ধারণা করা যায় যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মর্যাদা সাহাবীগণের মাঝে সবচেয়ে উপরে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী হলেন এই আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

এখন এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যার কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন! যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কাছে একান্তে দু'আ করেছেন যেন সেই ব্যক্তিকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন! তিনি আর কেউ নন।তিনি হলে হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بِلاَلٌ. وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ". فَقَالَ عُمَرُ بِأُمِّي وَأَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ "

আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার উঠানে এক মহিলা আছে। আমি বললাম, ঐ প্রাসাদটি কার? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি 'উমার ইবনু খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার ('উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ দেখাতে পারি? (সহীহ বুখারী; হাদিস-৩৬৭৯,আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৪০৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪১১)

হুযাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আমরা অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ

إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي " . وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

তোমাদের মাঝে আমি আর কত দিন বেঁচে থাকব তা আমার জানা নেই। অতএব তোমরা আমার অবর্তমানে দু'জন লোকের অনুসরণ করবে- এ কথা বলে তিনি আবু বাক্‌র ও 'উমর (রাঃ)-এর দিকে ইশারা করলেন। (তিরমিজি, হাদিস -৩৬৬২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এই উম্মাহ কাকে অনুসরণ করবে? উক্ত হাদিসে এই ব্যাপারেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবর্তমানে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। এর মধ্যে প্রথম হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। যার মান

মর্যাদা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তার পরে অবস্থান হলেন হযরত ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু। যা পূর্বোক্ত হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণিত।

কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধ।যে যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ে আর ৭০ জন বন্দী হয়।এই বন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে তা নিয়ে স্পষ্ট কোনো বিধান ছিল না।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা করেন। ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর পরামর্শ ছিল বন্দীদের হত্যা করার পক্ষে। কেননা এরা কুফর ও কাফেরদের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। কুফরের শক্তি ও প্রতাপকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার আছে। তাই তিনি এরূপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অপরদিকে আবু বকরসহ আরো কিছু সাহাবী বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের পরামর্শটাই গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা’আলা আল কুরআনে সূরা আনফালের কিছু আয়াত নাযিল করেন।যা ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহুর দেয়া পরামর্শকে সমর্থন করে।

আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

এছাড়াও আল্লাহ তা’আলা হযরত ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর বিভিন্ন মতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও কিছু আয়াত নাযিল করেছেন।

সহীহ বুখারীর ৪০২ নং হাদিসে এসেছেঃ
আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ’উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহর অহির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

তাঁর সেই অভিমতগুলো নিম্নে পেশ করা হলঃ

- **এক**

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়ালেন, তখন ‘উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াত নাযিল হয়।যেখানে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

" مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "

“তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও”

- **দুই**

‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে”। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়।
সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّۚ

আর যখন নবীপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।

- **তিন**

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাদের তালাক দেয়, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী দান করবেন”। তখন সূরা আত তাহরীমের ৫ নং আয়াত নাযিল হয়।
আল্লাহ তা’আলা বলেন,

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا

সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন, যারা মুসলিম, মু’মিনা, অনুগত, তাওবাকারী, ‘ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী। (সূরা আত তাহরীম,আয়াত-৫)

ইবনু ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

" إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيهِ شَكَّ خَارِجَةُ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَ

আল্লাহ তা’আলা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মুখে ও হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেছেন।ইবনু ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনগণের সম্মুখে কখনো কোন প্রসঙ্গ আবির্ভূত হলে লোকজনও তা সম্পর্কে মন্তব্য ব্যক্ত করত এবং উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও অভিমত ব্যক্ত করতেন। দেখা যেত, ‘উমার রাদিআল্লাহু আনহু -এর অভিমত এর সমর্থনে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (তিরমিজি ৩৬৮২)

উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুনাফিক সর্দার) ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উবাই ইবনু সালূল মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আহবান করা হল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল্! আপনি ইবনু ‘উবাই’র জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উক্তিগুলো গুণেগুণে পুনরাবৃত্তি করলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'উমার, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চেয়ে অধিক বার মাফ চাইতাম। 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা আত বারাআতের আয়াত নাযিল হল:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ

আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে। (সূরা আত তাওবাহ;আয়াত-৮৪)।
রাবী বলেন, আল্লাহর রাসূল-এর সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। (বুখারী হাদিস-১৩৬৬; আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১২৮২)
এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।যা 'উমার রাদিআল্লাহু আনহু কে সমর্থন করে।

আবু দাউদের ৩৬৭০ নং হাদিসে এসেছেঃ

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ পান হারাম হওয়া সম্পর্কিত আদেশ তখনও অবতীর্ণ হয়নি। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়টি সুস্পষ্ট করো দিন।
অতঃপর সূরা আল-বাকারাহর ২১৯ নং আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ

"হে রাসূল!) তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে বড় বড় পাপের উপাদান আছে, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে। কিন্তু উভয় কাজের পাপ ও অকল্যাণের পরিমাণ উপকারিতার চেয়ে অনেক বেশি।''

অতঃপর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ডাকা হলো এবং তাকে এ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বলে দিন।
অতঃপর সূরা আন-নিসার ৪৩নং আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাতের কাছেও যাবে না, সালাত তখন পড়বে যখন তোমরা বুঝতে পারো তোমরা কি পড়ছো।''

এরপর থেকে যখন সালাতের জামা'আত প্রস্তুত হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ঘোষণা করতেন, সাবধান! মাতাল অবস্থায় সালাতের কাছেও আসবে

না। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু- কে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি আবার দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

''হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এসবই নাপাক, শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো,যাতে তোমরা সফলকাম হও।'' (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৯০)। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এসব কাজ বর্জন করলাম। [তিরমিজি, নাসায়ী]

উক্বাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

আমার পরবর্তীতে কেউ নবী হলে অবশ্যই 'উমার ইবনুল খাত্তাবই নবী হত।
[জামে' আত-তিরমিজি হাদিস নম্বর ৩৬৮৬, সহীহাহ্ (৩২৭)]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ فَقُلْتُ وَمَنْ هُوَ فَقَالُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

মি'রাজের রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তাতে একখানা সোনার বালাখানা প্রত্যক্ষ করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, এ বালাখানা কার? ফেরেশতারা বললেন, কুরাইশের এক যুবকের। আমি ধারণা করলাম, আমিই সেই যুবক। আমি প্রশ্ন করলামঃ কে সেই যুবক? ফেরেশতারা বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব। [জামে' আত-তিরমিজি,হাদিস নম্বর ৩৬৮৮, সহীহাহ্ (১৪০৫, ১৪২৩), বুখারী ও মুসলিম]

'উমার রাদিআল্লাহু আনহু এমন এক ব্যক্তিত্ব যার শান-মর্যাদা বলে শেষ করা যাবে না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেছেন। তার পক্ষে তিঁনি আয়াত নযিল করেছেন যদিও তা তাঁর হাবীবের (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিপক্ষে গিয়েছে। সুতরাং আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পর যার অবস্থান তিনি হলেন এই 'উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু বকর ও 'উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে খুব প্রিয় ছিলেন।হাদিসে এসেছে,

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلاَ يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا .

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের আবূ বাক্‌র ও উমারসহ বসা অবস্থায় তাদের নিকট আসতেন। কিন্তু আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। অথচ তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকাতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে তাকাতেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন এবং তিনিও তাদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন।[তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৬৮, মিশকাত ৬০৫৩]

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ " هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

একদিন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আবূ বকর ও উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাত ধরা অবস্থায় বেরিয়ে এসে মাসজিদে ঢুকেন।তাদের একজন ছিলেন তাঁর ডান পাশে এবং অপরজন ছিলেন তাঁর বাম পাশে।তিনি বলেনঃ কিয়ামাতের দিন আমরা এভাবে(হাত ধরা অবস্থায়) উঠবো।[তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৬৯, ইবনু মাজাহ, হাদিস: ৯৯]
আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ لَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

প্রত্যেক নাবীরই আকাশবাসীদের মধ্য হতে দু’জন উযীর এবং যমিনবাসীদের মধ্য হতে দু’জন উযীর ছিল। আকাশবাসীদের মধ্য হতে আমার দু’জন উযীর হলেন জিবরাঈল ও মীকাঈল আলাইহিস সালাম এবং যমিনবাসীদের মধ্য হতে আমার দু’জন উযীর হলেন আবু বকর ও উমার।[জামে’ আত-তিরমিজি হাদিস নম্বর ৩৬৮০, মিশকাত ৬০৫৬]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন,উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কে বলেনঃ

يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ "

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরেই হে সর্বোত্তম মানুষ। আবূ বাকর (রাঃ) বলেন, আপনি আমার প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করলেন! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবশ্যই বলতে শুনেছিঃ উমারের চাইতে অধিক ভালো কোন লোকের উপর দিয়ে সূর্য উঠেনি। [জামে’ আত-তিরমিজি হাদিস নম্বর ৩৬৮৪]

সার্বিকভাবে আবু বকর ও ‘উমার (রাদিআল্লাহু আনহুমা) হলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী।তাঁদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করা যাবে না।

উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা।আস-সাবিকুনাল আওয়ালুনের (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা'র একজন এবং সেই ৬ জন সাহাবীর মধ্যে অন্যতম যাদের উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন। 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপাধি জুন-নুরাইন বা দুই জ্যোতির অধিকারী এবং জুল-হিজরাতাইন। তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। তাই তাঁকে গনি উপাধিও দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি হলেন প্রধান। আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে যিনি অর্থ সম্পদ দান করেছেন। যা তাঁকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। যার দানের তুলনা কারো সাথে হয় না, আর না কখনো হবে। তারই কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে ইন শা আল্লাহ।

'আবদুর রহমান ইবনু খব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তিনি (সা.) জায়শুল 'উসরাহ (তাবুক) যুদ্ধের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করছিলেন। (তার উৎসাহবাণী শুনে) উসমান (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানসহ একশত উট আমার দায়িত্বে। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত দুইশত উট আমার দায়িত্বে। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবারও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর পথে গদি ও পালানযুক্ত তিনশত উট আমার দায়িত্ব। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে মিম্বার হতে অবতরণ করলেন যে, "এই 'আমলের পর 'উসমান যে 'আমলই করেন, তার জন্য তা ক্ষতিকর হবে না। এই 'আমলের পর 'উসমান যে 'আমলই করেন, তা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না। (তিরমিজি ৩৭০০)

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِي الله عَنْهُم. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবু বকর, 'উমার এবং উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম), 'আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।(বুখারী ৩৬৯৮, তিরমিযী ৩৭০৭, নাসায়ী ৪৬৮০, আবূ দাউদ ৪৬২৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১২৯৫৩)

উক্ত হাদিস দ্বারা আবু বাকর সিদ্দীক, 'উমার ফারুক এবং উসমান গনী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তিনজনের একত্রে মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» مرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ’উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজ জামার আস্তিনে ভরে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসলেন এবং দীনারগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোলে ঢেলে দিলেন। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কোলের মুদ্রাগুলো উলট-পালট করে বলতে লাগলেন, “আজকের পরে ’উসমান-কে কোন ক্ষতি করবে না, তিনি যে আমলই করেন না কেন”।এ কথাটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু’বার বলেছেন। (আহমাদ,তিরমিযী ৩৭০১,আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৫৫৩)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَبَايَعَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ» فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا من أَيْدِيهم لأَنْفُسِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (লোকেদেরকে) “বায়’আতে রিযওয়ান”-এর আদেশ দিলেন, সে সময় ’উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দূত হিসেবে মক্কায় গিয়েছিলেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে বায়’আত করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’উসমান, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাজে (মক্কায়) গিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ’উসমান-এর বায়’আতস্বরূপ নিজেরই এক হাত অন্য হাতে রাখলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর হাতস্বরূপ হয়ে যাওয়াটা সাহাবীগণের নিজেদের হাতের চেয়ে অতি উত্তম।
(যঈফ: তিরমিজি ৩৭০)

সুমামাহ্ ইবনু হাযন আল কুশায়রী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গৃহের উপর হতে লোকেদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা’আলা এবং ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করছি- তোমরা কি এ ব্যাপারে অবহিত আছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ’রুমার কূপ’ ছাড়া অন্য কোথাও লবণমুক্ত পানি পাওয়া যেত না?
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে রুমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের অবাধে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দেবে, বিনিময়ে সে জান্নাত তদপেক্ষা উত্তম কূপ অর্জন করবে। তখন আমি উক্ত কূপটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে ক্রয় করি। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত কূপের পানি পান করা হতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি।

এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি জান যে, যখন মসজিদে নাবাবী মুসল্লীদের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে লোক অমুকের বংশধর হতে এ জমিনটি ক্রয় করে মসজিদখানি বৃদ্ধি করে দেবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে উত্তম ঘর জান্নাতে দান করবেন। তখন আমিই তা আমার ব্যক্তিগত অর্থ হতে ক্রয় করি, অথচ আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা হতেও বাধা দিচ্ছ। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি।
অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি অবগত আছ যে, ভীষণ কষ্টের অভিযানে (তাবুক যুদ্ধে) সৈন্যদেরকে আমি আমার নিজস্ব সম্পদ হতে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা এ কথাটিও অবগত আছ কি, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অনতিদূরে 'সাবীর' পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেখানে আবূ বকর, 'উমার এবং আমিও ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়টি নড়াচড়া করতে লাগল। এমনকি তা হতে কিছু পাথর নিচের দিকে পড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে স্বীয় পা ঠুকে বললেন, স্থির হয়ে যাও, হে সাবার!
তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছে। উত্তরে লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আমরা জানি। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, কাবার প্রভুর শপথ! নিশ্চয় আমি একজন শহীদ লোক। (হাসান:তিরমিযী ৩৭০৩, নাসায়ী ৩৬০৮)

আয়িশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ " . قَالَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

হে 'উসমান! আল্লাহ তা'আলা হয়তো তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন (খিলাফত দান করবেন)। তোমার হতে লোকেরা তা খুলে নিতে চাইলে তুমি তাদের দাবিতে তা ত্যাগ করবে না।
[তিরমিযী ৩৭০৫, ইবনু মাজাহ ১১২]

মুররাহ্ ইবনু কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে একদিন ফিতনাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর তা যে অতি কাছাকাছি তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। এমন সময় এক লোক মাথার উপর কাপড় দিয়ে সে পথে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সে লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ যে লোকটি যাচ্ছে, সে ঐ ফিতনার দিনের সঠিক পথের উপর থাকবে। (বর্ণনাকারী মুরারাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কথা শুনে আমি লোকটির দিকে গিয়ে দেখলাম, তিনি উসমান ইবনু আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর 'উসমান-এর চেহারাখানি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকে ফিরিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ।
[তিরমিজি ৩৭০৪, ইবনু মাজাহ ১১১]

উসমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মিসরের এক লোক হজ্জে বায়তুল্লাহর উদ্দেশে (মক্কায়) আসলো। তখন সে সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে প্রশ্ন করল, এরা কে? লোকেরা বলল, এরা কুরাইশ। সে আবার প্রশ্ন করল, এদের মাঝে এ প্রবীণ বয়স্ক লোক কে? লোকেরা বলল, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

তখন সে বলল, হে ইবনু 'উমার! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি আমাকে বলুন-

আপনি কি জানেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছিলেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি আবার প্রশ্ন করল, আপনি কি এটাও জানেন যে, 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হননি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, আপনি কি জানেন যে, 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বায়'আতে রিযওয়ান (হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বায়'আত) হতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি।

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

['উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর প্রতি বিদ্বেষীস্বরূপ আনন্দে] সে বলে উঠল, 'আল্ল-হু আকবার'।

তখন ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এবার আসো। প্রকৃত বিষয়টি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। উহুদের দিন তাঁর পলায়নের ব্যাপারটি- সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর সে ত্রুটিটি আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধ হতে তার অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যা রুকাইয়্যাহ্ ছিলেন 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রী। আর তিনি ছিলেন ঐ সময় রোগশয্যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উসমান-কে বলেছিলেন, এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে, তুমি তাদের সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে এবং (অনুরূপভাবে) গনীমাতের অংশ হতেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে। আর "বায়'আতে রিযওয়ান" হতে অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো মাক্কার অধিবাসীদের কাছে 'উসমান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি যদি অপর কেউ থাকত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর স্থলে নিশ্চয়ই তাকেই পাঠাতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -কেই পাঠিয়েছিলেন। 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর মাক্কায় চলে যাওয়ার পর বায়'আতুর রিযওয়ান সংঘটিত হয়। তখন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা 'উসমান-এর হাত। তারপর তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের উপর রেখে বললেন, 'এটা 'উসমান-এর বায়'আত'।

অতঃপর ইবনু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, 'এখন তুমি এ বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা তাতে যাদের 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। আর 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তোমার ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে তোমার কোন উপকারে আসবে না, বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (সহীহ বুখারী ৩৬৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৫৭৭২)

সুমামাহ্ ইবনু হাযন আল কুশায়রী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গৃহের উপর হতে

লোকেদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি এ ব্যাপারে অবহিত আছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন হিজরত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন 'রুমার কূপ' ছাড়া অন্য কোথাও লবণমুক্ত পানি পাওয়া যেত না?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে রুমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের অবাধে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দেবে, বিনিময়ে সে জান্নাত তদপেক্ষা উত্তম কূপ অর্জন করবে। তখন আমি উক্ত কূপটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে ক্রয় করি। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত কূপের পানি পান করা হতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি।

এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি জান যে, যখন মসজিদে নাবাবী মুসল্লীদের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে লোক অমুকের বংশধর হতে এ জমিনটি ক্রয় করে মসজিদখানি বৃদ্ধি করে দেবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে উত্তম ঘর জান্নাতে দান করবেন। তখন আমিই তা আমার ব্যক্তিগত অর্থ হতে ক্রয় করি, অথচ আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা হতেও বাধা দিচ্ছ। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি।

অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা কি অবগত আছ যে, ভীষণ কষ্টের অভিযানে (তাবুক যুদ্ধে) সৈন্যদেরকে আমি আমার নিজস্ব সম্পদ হতে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি।

তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের হক স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছি– তোমরা এ কথাটিও অবগত আছ কি, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অনতিদূরে 'সাবীর' পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেখানে আবু বকর, 'উমার এবং আমিও ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়টি নড়াচড়া করতে লাগল। এমনকি তা হতে কিছু পাথর নিচের দিকে পড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে স্বীয় পা ঠুকে বললেন, স্থির হয়ে যাও, হে সাবার!
তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছে। উত্তরে লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আমরা জানি।

অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, কাবার প্রভুর শপথ! নিশ্চয় আমি একজন শহীদ লোক।

(তিরমিজি ৩৭০৩, নাসায়ী ৩৬০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহু ৮৭৫, ইরওয়া ৬/৩৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৩৫, দারাকুত্বনী ৪/১৯৬)

আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই, সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা -এর স্বামী এবং ঘনিষ্ঠ সাহাবা।জান্নাতে যুবক দলের সর্দার হাসান ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) -এর পিতা। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সংক্রান্ত বহুল হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু বকর ইবনু শাইবাহ এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ)... আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ

সে মহান সত্তার কসম!যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,মু'মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে,আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।[সহীহ্ মুসলিম,হাদিস৭৮]

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবনু আব্বাদ (রহঃ).... সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, মু'য়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান(রা) সা'দ (রা) কে আমির নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি আলী (রা) কে কেন মন্দ বলেন না? সা'দ বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্বন্ধে যে তিনটি কথা বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমি মনে রাখবো ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও তাকে খারাপ বলব না। সেসব কথার মধ্য হতে একটিও যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক কল্যাণকর হত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি- আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, হে আল্লাহর রাসূল? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি এতে আনন্দবোধ করো না যে, আমার নিকট তোমার সম্মান মূসা (আঃ) এর নিকট হারুন (আঃ) এর মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী নেই।
খাইবারের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক লোককে পতাকা (ইসলামের ঝাণ্ডা) দেব যে আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। এ কথা শুনে আমরা (অধির আগ্রহে) অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, 'আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তার চোখ (অসুখ হয়েছিল) উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার হাতে পতাকা সপে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ তার হাতেই বিজয়মালা (পতাকা) তুলে দিলেন।
আর যখন আয়াতঃ চলো আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি"— (সূরাহ আ-লি ইমরান ৩ঃ ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমাহ, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে ডাকলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার-পরিজন।

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একজন সম্মানিত সাহাবি ও ইসলামী ইতিহাসের সোনালি যুগের একজন সফল শাসক। নবুয়তের পাঁচ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম হিজরিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৯৬)

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সংস্রব ও দোয়া:

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ -এর সংস্রব লাভ করেন।এই সময় তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি সেই মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ

তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল।
[সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত ২৬]

ইসলাম গ্রহণের আগে মক্কার সীমিতসংখ্যক শিক্ষিত মানুষের একজন ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর 'কাতিব' (ওহি লেখক) মনোনীত হন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 'ফকিহ' (ইসলামী আইনজ্ঞ) আখ্যা দেন।

ইব্‌নু আবূ মুলায়কাহ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে এ বিষয় আলাপ করবেন কি? যেহেতু তিনি বিতর সলাত এক রাক'আত আদায় করেছেন।

ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন,

فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيْهٌ

তিনি ঠিকই করেছেন, কারণ তিনি নিজেই একজন ফকীহ্। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৭৬৫]
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহনশীল, বিচক্ষণ, বিনয়ী, আল্লাহভীরু ও কল্যাণকামী। (সহিহ আলবানি, হাদিস : ১৭১৩)

এখানে যাঁদের জীবনী ও কর্ম আলোচিত হলো, তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের বিশাল তরী থেকে কয়েকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র মাত্র। ইতিহাসের আকাশে তাঁদের সংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক(মতভেদ রয়েছে)—প্রত্যেকেই একেকজন দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক, যাঁদের আলো নিভে গেলেও তাপ ও দ্যুতি আজও আমাদের অন্তর জয় করে।
কেউ ছিলেন মিম্বারে, কেউ জিহাদের ময়দানে; কেউ কুরআনের তিলাওয়াতে অগ্রগামী, তো কেউ ছিলেন ফাতওয়া প্রদানে দক্ষ। কেউ ছিলেন মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরব সৈনিক, তো কেউ অন্ধকারে রাত্রিতে সদকার থলে হাতে দারিদ্র্যের দরজায় দাঁড়ানো এক মহান মানব। হযরত আবু বকর (রা)–এর সিদ্দিকিয়্যাত, হযরত উমার (রা)–এর ইনসাফ, হযরত উসমান (রা)–এর লজ্জাশীলতা ও কুরআনের খিদমত, হযরত আলী (রা)–এর জ্ঞানের গভীরতা—এসব তো ইতিহাসের রৌদ্রদগ্ধ বালুকায় লেখা নয়, বরং চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধের মত অমলিন। কিন্তু এর বাইরেও ছিল হযরত খব্বাব ইবনে আরত, হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান, হযরত সালমান ফারসী, হযরত বিলাল হাবশী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)—যাঁদের প্রতিটি জীবন অধ্যায় একেকটি বইয়ের দাবি রাখে।
অতএব, সকল সাহাবীকে একত্রে তুলে ধরা তো দুনিয়ার সমস্ত কালি শেষ করেও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলাই বলেন:

"وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ"

"আর প্রত্যেককে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (সূরা হাদীদ: ১০)

সাহাবায়ে কেরামকে অমর্যাদার পরিণতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রবর্তী হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
[সূরা বাকারা,আয়াত ১৩৭]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বলা হয়েছে। তাফসীরে আহসানুল বয়ান এ বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)গণ (কুরআনে) উল্লিখিত এই নিয়মেই ঈমান এনেছিলেন। এই জন্যই তাঁদের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হচ্ছে যে, তারা যদি ঐভাবেই ঈমান আনে, যেভাবে হে সাহাবাগণ! তোমরা ঈমান এনেছ, তাহলে অবশ্যই তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু তারা যদি হঠকারিতা ও বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে, তবে তাতে ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই তাদের চক্রান্তসমূহ (হে নবী) তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, কয়েক বছরের মধ্যেই এই অঙ্গীকার বাস্তব রূপ পেল। বানু-ক্বায়নুক্বা' ও বানু-নাযীরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং বানু-কুরায়যাকে হত্যা করা হল।
ইতিহাসের বর্ণনায় এসেছে যে, উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করার সময় একটি কুরআন তাঁর কোলেই ছিল এবং তাতে লিখিত এই

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ الله

আয়াতে তাঁর রক্তের ছিটা পড়েছিল। বলা হয়, কুরআনের সে কপিটি আজও তুরস্কের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্ত করেছেন,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। [সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৫]

সুতরাং তাঁদের (সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) রাস্তা বাদ দিয়ে যারা অন্য রাস্তায় চলবে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সেই রাস্তায় চালিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবেন।

সাহাবীদেরকে কখনো গালি দেয়া,কটাক্ষ করা বা হেয় করা যাবে না।এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন।আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত।

তাঁরা বলেন: আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ الأَعْمَشِ

তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমান সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। [বুখারী, হাদিস ৩৬৭৩]

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপহাস করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, মানুষরা অর্থাৎ সাহাবীরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন। তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনব? মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা; কিন্তু তারা তা বোঝে না।
[সূরা বাকারা, আয়াত ১৩]

যেই সাহাবাগণ আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কুরবান করতে সামান্যও দ্বিধা করেননি সেই সাহাবাগণকে কি না মুনাফিকরা বলে নির্বোধ! তাই আল্লাহ তা'আলাই প্রতিউত্তর করেছেন যে,প্রকৃত অর্থে যারা এরূপ বলে তারাই হলো নির্বোধ ও অজ্ঞ-মূর্খ।

সাহাবাদের মর্যাদা সম্মন্ধে হুশিয়ারী বার্তা হাদিস শরীফে প্রচুর বর্ণনায় এসেছে। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

হুঁশিয়ার! আমার সাহাবীদের বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে (গালি ও বিদ্রূপের) লক্ষ্যবস্তু বানিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি ভালবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল, সে আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসাবশেই তাদের প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করল। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্ তা'আলাকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ্ তাআলাকে কষ্ট দিল, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকড়াও করবেন। [তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হাদিস ২২৮৪, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ. ৮৭, আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, হাদিস ৯৯২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام

অর্থাৎ যদি কাউকে রাসূল স. এর কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো।[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৮, পৃ. ১৪২]

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালোবাসে,বিশ্বাস করে তারা কখনোই তাঁর সাথীদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতে বা গালি দিতে পারে না।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি করনীয়

তাঁরা ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান প্রজন্ম, যাঁরা সরাসরি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং ইসলামকে রক্ত ও ঘামে সিঞ্চিত করে এই উম্মাহর হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)—এই নামটি ইতিহাসের পাতায় শুধু একটি পরিচয়ের নিদর্শন নয়, বরং ঈমান, ত্যাগ, ভালোবাসা ও সত্যের উপর অবিচল থাকার প্রতীক।
অতএব, সাহাবাদের প্রতি সকলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে, যা শুধু ইসলামি আদর্শ রক্ষার জন্য নয়, বরং সবার ঈমান ও সমাজের সঠিক পথনির্দেশনার জন্যও অত্যন্ত জরুরি। যা ঈমানকে দৃঢ় করবে, ভালোবাসাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সাহাবাদের আদর্শকে জীবনের পথচলায় অনুসরণ করার সুযোগ করে দেবে।

প্রথমত সাহাবীগণদের নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। আকিদা বিশুদ্ধ রাখতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ উম্মতের মতো নন। তাঁরা মহানবী (সা.) ও তাঁর উম্মতের মধ্যে সেতুবন্ধ। তাঁদের মাধ্যমে এই উম্মতের কাছে কুরআন ও হাদিস এসে পৌঁছেছে। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাস মতে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত আকিদা ও বিশ্বাস সব মুসলমানের অন্তরে বদ্ধমূল থাকা আবশ্যক।

এক. সাহাবায়ে কেরাম উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমান এবং শ্রেষ্ঠতম নেককার মানুষ।
দুই. তাঁরা নবীদের মতো মাসুম বা নিষ্পাপ নন, তবে তাঁরা সবাই মাগফুর তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের মধ্যে কারো থেকে কোনো সময় ভুলত্রুটি হয়ে গেলেও তাঁরা বিলম্ব না করে তাৎক্ষনিক তাওবা করে নিজেদের পবিত্র করে নিয়েছেন।
তিন. মহান আল্লাহ সাহাবিদের প্রতি চিরসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।
চার. তাঁরা মুসলিম উম্মাহর জন্য মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি।
পাঁচ. তাঁদের সমালোচনা করা, তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন না করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টির করা ।

ইমাম ত্বহাবী রহ. তার আক্বীদার কিতাবে বলেছেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি, তাদের কাউকে ভালোবাসায় আমরা বাড়াবাড়ি করি না, আবার কারও থেকে ভালোবাসা ছিন্নও করি না (সবাইকে ভালোবাসি)। আমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি ও তাদেরকে ঘৃণা করি যারা সাহাবীগণের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষপোষণ করবে এবং তাদেরকে খারাপভাবে উল্লেখ করবে। সাহাবীগণকে ভালোবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাদেরকে অপছন্দ করা কুফুরী, নিফাকী, পাপ ও অবাধ্যতা।’
[আক্বীদাতুত ত্বহাবীয়া মা‘আ শরহে ইবন আবিল ‘ইয্য, পৃষ্ঠা ৪৬৭]

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসার যেসব মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসার দ্বারা যে কেউ সেসব মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে; যেহেতু তারা হলেন সর্বোত্তম মানুষ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে আল্লাহর ওয়াস্তে ও আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই ভালোবাসেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, যারা তাদেরকে ভালোবাসবেন, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন, তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন ও তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হবেন তারাই সফলকামী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যারা তাদেরকে অপছন্দ করবেন, তাদেরকে গাল-মন্দ করবেন, শত্রুদের দলে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন ও তাদের মর্যাদার বিপরীত কিছু বলবেন তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তাদের জন্য দু'আ করা যার শিক্ষা কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।(সূরা হাশর, আয়াত ১০)

সাহাবীগণের প্রতি করনীয় প্রসঙ্গে সারমর্ম -

১. সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো অশোভনীয় ভাষা তাঁদের সম্পর্কে ব্যবহার করা যাবে না, গাল-মন্দ করা যাবে না।
২. তাঁদের সমালোচনা, তাঁদের ব্যাপারে কুৎসা রটানো যাবে না।
৩. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, তাদের প্রতি কুধারণা, এবং তাদের কুৎসা রটানো যাবে না।
৪. সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে।
৫. সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দের ভালো গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।
৬. সব সাহাবীই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় ছিলেন।
৭. সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর সমালোচনাকারীরা সুপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।
৮. অনেক সময় সাহাবীদেরকে গালা-গালি করার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।
৯. সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ও চাহিদা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ বেঈমানীর আলামত।
১০. তাঁদের জন্য দু'আ করা।

প্রকৃতঅর্থে কোনো মু'মিন কখনোই এই নিন্দনীয় কাজগুলো করতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সরাসরি সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সফল মানুষ। নবী-রাসূলগণের পর তাঁরাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাঁরা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বার বার আল কুরআনে বলেছেন যে,তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর প্রতি সন্তুষ্ট। সাহাবীগণ যদি কোনো ভুল করেও থাকেন এর জন্য তাঁরা তাওবাহ্ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। তাই কোন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পূত- পবিত্রতা সম্পর্কে বা অন্য কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই। পরিশেষে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের মাঝে পারস্পরিক যে সকল ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে তা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা, শ্রবণ করা এবং তাঁদের সুনাম সুখ্যাতি আলোচনা করা, তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রাখা, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি প্রর্দশন থেকে বেচে থাকা প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই কল্যাণকর।

পরিশিষ্ট

সমস্ত প্রশংসা সেই রবের, যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মানবজাতির হিদায়াতের আলোরূপে পাঠিয়েছেন এবং উনার সহচর্যে এক মহিমান্বিত প্রজন্ম-সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম)-কে গঠন করেছেন। বাতাসে এখনও ভেসে বেড়ায় সেই পবিত্র হাওয়া, যা একদা সাহাবায়ে কেরামের মুখনিঃসৃত তাকওয়া ও তাসাওউফের নির্যাস বয়ে এনেছিল। ইতিহাসের বুকে তাঁরা শুধুই চরিত্র নন, তাঁরা এক একটি জীবন্ত অধ্যায়-যেখানে বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, প্রেম, একাগ্রতা, দায়িত্ববোধ ও আখিরাতের প্রত্যাশা মিশে আছে এক মহামিলনের ছায়ায়।

যাঁরা ছিলেন কুরআনের প্রথম পাঠক, নবুয়তের প্রথম সঙ্গী, ঈমানের প্রথম দীপ্ত জ্যোতি এবং তাঁরাই নির্মাণ করেছেন একটি সভ্যতার ভিত্তি, যে সভ্যতা কেবল বর্ণ বা ভাষা দিয়ে নয়, বরং ঈমান, ইনসাফ, ইখলাস এবং ইলম দিয়ে গড়ে উঠেছে।

উঁনারা হয়ে উঠেছেন বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক, যাঁদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই-কীভাবে সংকটের মাঝেও সত্যে অটল থাকতে হয়, কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসাকে জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হয়।

তাঁদের একদল ছিলেন মুহাজির-যাঁরা দ্বীনের জন্য নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন। অন্যদল ছিলেন আনসার-যাঁরা ভালোবাসার আতিথ্যে ইসলামকে বরণ করেছেন। কেউ ছিলেন যুদ্ধের সম্মুখভাগে, কেউ ইলমের মজলিসে, কেউ কুরআনের হাফেয, কেউ হাদিসের রাবী। কেউ অশ্রুতে রাত কাটাতেন, কেউ ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। সাহাবাদের এই বহুমাত্রিক অবদান আমাদের সামনে এক পূর্ণাঙ্গ মানবিক আদর্শরূপে দাঁড়ায়।

হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইনসাফ, উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর লজ্জাশীলতা ও কুরআনের খিদমত, আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর জ্ঞানের গাম্ভীর্য, বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঈমানের দৃঢ়তা, সালমান ফারসী -এর বিশ্বজনীনতা-এসব নাম ইতিহাসের গর্ব। কিন্তু এর বাইরেও আছেন অসংখ্য অজানা সাহাবী, যাঁরা নিরবে-নিভৃতে ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তরকে দৃঢ় করে গেছেন।

আজকের আধুনিক দুনিয়ায় যখন মানুষ পরিচয়হীনতায় কাতর, যখন আদর্শের নামে মিথ্যা বিভ্রান্তি ছড়ায়, তখন সাহাবাদের জীবনী আমাদের সামনে এক দীপ্ত বাতিঘর। তাঁরা ছিলেন এমন এক প্রজন্ম, যাঁদের প্রশংসা করেছে কুরআন, যাঁদের জন্য কেঁদেছেন রাসূল (সা) এবং যাঁদের পদধূলি ছিল জান্নাতের পূর্বঘোষণা।

আজ আমরা যখন তাঁদের জীবনী পাঠ করি, তাঁদের মর্যাদা বিশ্লেষণ করি, তখন কেবল ইতিহাস জানি না আমরা এক আত্মশুদ্ধির পথে যাত্রা করি। সাহাবীগণ ছিলেন এমন এক জগৎ যেখানে ঈমান ছিল দৃষ্টিগোচর, কুরআন ছিল জীবনের অংশ, রাসূলের (সা) আদর্শ

ছিল জীবনের চালিকা শক্তি। তাঁরা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বরং নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তা বাস্তবায়ন করেছেন।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য সাহাবীদের জীবনী এক চিরন্তন বাতিঘর। যখন আমরা চারপাশে বিভ্রান্তির ধোঁয়াশা দেখি, তখন সাহাবাদের চরিত্র আমাদের পথ দেখায় ইসলামের শান্তি ছায়ার।

এই গবেষণার পাতায় তাঁদের মর্যাদার একখণ্ড প্রতিচ্ছবি আঁকার প্রয়াস নিয়েছি যেখানে কুরআনের দীপ্ত আয়াত, হাদীসের সুভাসিত বাণী, ইসলামী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তাঁদের জীবনের রঙিন ও সংগ্রামী অধ্যায়গুলো একত্রে গাঁথা হয়েছে হৃদয় গভীরে।

সাহাবীদের আলোয় আলোকিত হোক আমাদের চিন্তা, কর্ম, শিক্ষা ও দ্বীনি অনুশীলন।

اللهمَّ اجْعَلْ حُبَّ الصَّحَابَةِ رَاسِخًا في قلوبنا، واحْشُرْنَا مَعَهُمْ فِي زُمْرَةِ نبينا مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(হে আল্লাহ! সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় করে দিন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে তাদের সঙ্গেই নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পতাকাতলে জমা করুন)

~ আমিন